তাফছীরে রেজভীয়া
ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

সুরায়ে কাওসার

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী-আল্‌ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর।

তাফছীরে রেজভীয়া

ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

সুরায়ে কাওসার

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী-আল্‌ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর।

বড়পীর গাউসুল আজম শাহ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৪১তম বার্ষিক ওরশ উপলক্ষে রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির **উপহার**

প্রকাশনায়- রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটি
১৮৯ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৩৪২৪৮১

সর্বস্বত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ-১৩৯৪ হিঃ
২য় প্রকাশ -১৪২১ হিঃ
ফেব্রুয়ারি /২০০১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ জোবায়ের সিদ্দিকী ইলিয়াস

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়-
আল ঈমান প্রিন্টিং প্রেস, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোনা।

শুভেচ্ছা বিনিময় - ২৫.০০ টাকা

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া-নুছাল্লি আলা-রাছুলিহিল্ কারীম্

হামদ ও ছালাতের শেষে মুমেন মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের খেদমতে আরজ এই যে, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের শিশু পুত্রগণ সকলেই এক এক করিয়া নাবালেগ অবস্থায় পরলোক গমণ করিলে আরবের কুফ্‌ফাররা 'হুজুরে পাকের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, তাঁহার নাম ও নিশানা সবই (তাঁহার পরে) বিলুপ্ত হইয়া যাইবে' বলিয়া অশালীন মন্তব্য ও অপবাদ রটনা করিতে থাকে। রাব্বুল এজ্জাত তদীয় প্রিয়তম হাবীবের প্রতি এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য ও অপবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ এবং তদীয় প্রিয়তম হাবীবকে শুধু সান্তনা ও প্রবোধ দিবার নিমিত্তই সুরায়ে কাওছার অবতীর্ণ করিলেন, এমন নহে, বরং স্বীয় প্রিয়তম হাবীবকে যে 'মালেকেকুল, বানাইয়াছেন তাঁহাকে কাওছার প্রদানের মাধ্যমে ইহারও এজহার ও এলান করিয়া দিলেন। অতঃপর মাহবুবের তাজকেরা ও শান চর্চা এবং তদীয় প্রতিষ্ঠিত দ্বীন তা-কিয়ামাত পর্যন্ত জারি রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন সুরায়ে কাওছারের মর্মকথায়।

বর্তমান জমানা ফেৎনাবহুল! নিত্য-নূতন বাতেল মতবাদ (বেদআতে এতেকাদী) নব-উদভাবিত বেদাতী জামাত পন্থীদের প্রচারণার ফলে মুসলমান সমাজে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। 'মিরজায়ী' বা 'কাদিয়ানীরা' কুফফারদের অনুকরণে হুজুরে পাকের 'খতমে নবুওয়তের' সম্পর্কে ধোকাবাজী করিয়া থাকে, ওহাবীরা হুজুরে পাকের অনুপম 'মিল্‌কীয়াৎকে' অস্বীকার করিয়া থাকে এবং তাদের আকিদা অনুযায়ী প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ ও ধোকাবাজির অবসান কল্পে 'তফছীরে সুরায়ে কাওছার' প্রণয়ন করিলাম। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় এধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। এই কিতাবে সুরায়ে কাওছারের মর্মকথায় হুজুরে আনোয়ার সাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের মহত্ত্ব ও গৌরবের বিকাশ তামাম 'খাল্‌ক্বাতের' উপর তাঁহার, আল্লাহ প্রদত্ত 'মিলকিয়াৎ' এবং তাঁহার তাজকেরা ও শান-চর্চা যে তা কিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত, তাহা অতিশয় বলিষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই বিষয়ে কতদূর কৃর্তকার্য হইয়াছি সহৃদয় পাঠক বৃন্দের নিবিড় উপলব্ধিতেই তাহা বিবেচিত হইবে। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত মোকাবেলা করা সত্বেও যাহারা অশেষ শ্রম স্বীকার পূর্বক প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা কিতাবখানা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ, রহিল। আর্থিক সহায়তা দ্বারা যাহারা কিতাবখানা প্রকাশ ও সর্ব সাধারণের হাতে তুলিয়া দিতে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে, দরবারে ইলাহীয়ায় ও দরবারে মোস্তফায় কিতাবখানার কবুলিয়তের জন্য মুনাজাত করিতেছি। মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ও অসতর্কতা জনিত কিঞ্চিৎ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমার শ্রদ্ধেয় ও স্নেহ ভাজন পাঠকদিগকে সেগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য বিনীত আরজ করিতেছি। পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের আশ্বাস দিতেছি।

১৫ই রজব, সতরশীর,
ঠাকুরাকোণা,
নেত্রকোনা

আরজ-গোজার-
(মাওলানা) আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আল্‌কাদেরী

রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির
কিছু কথা

অশেষ শোকরিয়া আল্লাহ রাসুলের পাক দরবারে। বর্তমান ফেৎনার যুগে, পাঠকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে "তাফসিরে সুরায়ে কাওছার পুনঃ প্রকাশ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি বলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। আপনারা জেনে আরো খুশী হবেন রেজভীয়া দরবার, ঢাকা মহানগর কমিটি আল্লামা রেজভী সাহেব হুজুর কেবলার লিখিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহ, তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশের অঙ্গীকার পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট। বড়পীর গাউসুল আজম শাহ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৪১তম বার্ষিক ওরশ উপলক্ষে রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্যোগে তাফসীরে সুরায়ে কাউসার প্রকাশ করা হল। আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আপনাদের দোয়া/পরামর্শ একান্তভাবেই কাম্য। আমাদের প্রকাশনা যেন আল্লাহ রাসুলের সন্তুষ্টি বিধানে হয় কায়মন বাক্যে আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থণা করছি। গ্রন্থটি পাঠ করলে শুধু মুমিনের ঈমানই তাজা হবে না, বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে হবে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এ ধরনের মহামূল্যবান গ্রন্থ সহস্রাব্দীতে দ্বিতীয়টি মিলা দুঃসাধ্য। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান কতো যে মহান, মনযোগ সহকারে গ্রন্থটি পাঠে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। মহান আল্লাহ রাসুলের দরবারে বর্তমান জমানার মুজাদ্দেদ, অলিয়ে কামেল মুর্শিদে বরহক মাওঃ রেজভী সাহেব হুজুর কেবলার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহপাক হুজুর কেবলাকে শানই রেসালাত প্রকাশের তৌফিক দিক। আ-মি-ন।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে কেউ সাহায্যের হাত প্রসারিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য সভাপতি জনাব আবু সাঈদ ভূঁইয়া (ফকিরাপুল, ঢাকা) এর সাথে যোগাযোগের বিশেষ অনুরোধ করছি।

প্রুপ দেখার জন্য এ, এফ, সাঈদ আহমদ পাঠান কে আন্তরিক অভিনন্দন। পরিশেষ সকলের ঈমান আমান আল্লাহ হেফাজত করুন এ প্রত্যাশাই রইল।

তাং-৭-১০-২০০০
ধলপুর
ঢাকা

রেজভী মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া
সম্পাদক
রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটি

প্রথম প্রকাশকের আরজ

রাব্বুল আলামীনের 'দরবারে ইলাহীয়ায়' অশেষ হামদ এবং রাহমাতুল্লিল আলামীনের 'দরবারে মোস্তফায় অগণিত দরূদ অন্তে আরজ এই-

ছুরায়ে কাওছারের নযুল প্রসঙ্গ বা 'শানে নযুল' প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু এই ছুরার হাক্কীক্কত ও মর্মকথা সকলে অবগত নহেন। এতদব্যতীত, উক্ত সুরায় 'হাক্কীক্কতে মোহাম্মদীয়ার' হৃদয় প্লাবনী অমিয় ধারা বিপুল মহিমায় প্রতিভাত হয় একথা অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত কিংবা অবজ্ঞাত। বস্তুতঃ সুরায়ে কাওছার হজরত মাহবুবে কিবরীয়া আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমার সুমহান তাজকেরা ও শান চর্চ্চার প্রতিশ্রুতিতে এবং ছরকারে দো-জাহান হাবীবুর রহমান আলাইহিচ্ছালামের আল্লাহ প্রদত্ত 'মিল্‌কিয়াৎ' বা 'মালিকানার' বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের বিকাশে অনুপম।

বর্তমান সময়ের ফেৎনাবহুল পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের দ্বীন ও ঈমানকে বাতেল ও বেদাতী জামাত পন্থীদের ধোকাবাজির কবল হইতে হেফাজতে রাখিবার প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হজরত মুরশেদুনা আমীরুশ শরীয়ৎ ইমামুত তরীক্কত ছুলতানুল ওয়ায়েজীন রাঈজুল মুফাচ্ছেরীন মুনাজেরে আজম হাদীয়ে জমান মুফতী আল্লামা জনাব মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আলক্কাদেরী ছাহেব সুরায়ে কাওছারের সাবলীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ তাফছীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এ গ্রন্থ ব্যাপক প্রচার লাভ করিলে জনসমক্ষে বাতেল পন্থীদের ধোকাজাল বিস্তারের যাবতীয় অপকৌশল ব্যর্থ হইয়া যাইবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মুসলিম সমাজ বিভ্রান্তির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিরাময় ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা উহাতে পাইবে। তদুপরি, আশেকানে মোস্তাফার মনের খোরাক অবশ্যই এ গ্রন্থে লাভ করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আযীয।

আরজ-গোজার

নূরুল ইসলাম রেজভী

তফছীরে ছুরায়ে কাওছার

আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, ওয়াল্ আক্বেবাতুলিল মোত্তাক্বীন্। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা-রাছুলিহি মোহাম্মাদেও ওয়া আলিহি ওয়া আছ্ হাবিহি আজ্‌মাঈন। আম্মা বা'দ-

ফা-আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম, বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইন্না আ'ত্বাইনা কাল্ কাওছার ফাছাল্লি লে-রাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ ঃ- আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আপন হাবীবের শানে এরশাদ করেন-হে মাহবুব (আলাইহেচ্ছালাম) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার দান করিয়াছি। অতএব, আপনি আপন প্রতিপালক প্রভূর উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আপনার দুশমন সে-ই সর্ব প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত।

বেরাদরান-ই-ইছলাম! সুরায়ে কাওছার যদিও দেখিতে জাহের বাহের একটি ছোট সুরাহ, কিন্তু ছারোয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ফাজায়েল ও কামালাতের জন্য একটি বিশাল সমুদ্র তুল্য। কোরআনুল কারীম এমন একটি জামে কিতাব (সার্বজনীন গ্রন্থ) যে, একটি ছোট বাক্যের মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত মাছলা-মাছায়েল ও তদসম্পৃক্ত বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। উহা কোরআনুল কারীমের মু'জেজা। আল্লামা ইছমাঈল হাক্কী আলাইহির রাহমাত 'তফছীরে রুহুল বয়ানে' লিখিয়াছেন-সমস্ত উলুম বা বিদ্যা কোরআনে কারীমের মধ্যে আছে এবং কোরআনে কারীমের সমস্ত উলুম বা বিদ্যা সুরা ফাতেহার মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আবার সুরায়ে ফাতেহার সমস্ত উলুম (বিদ্যা) বিছমিল্লা-হ-র মধ্যে রহিয়াছে এবং বিছমিল্লাহর সমস্ত উলুম (বিদ্যা) বিছমিল্লাহর 'বা' হরফের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু যাঁহার লকব বা উপাধি হইল 'বাবে মদীনাতুল্ ইলম' তিনি বলেন-আনান্‌নুকতাতু তাহ্‌তাল্ বায়ে-'বা' হরফের নীচের নোকতা আমি হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (তফছীরে রুহুল বয়ান-৬০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, বিছমিল্লাহর 'বা' হরফটি ভেদসমূহের ও বিদ্যাসমূহের খাজানা অর্থাৎ কেন্দ্র এবং ইহার একটি নোক্‌তার মধ্যে অফুরন্ত ভেদ ও তত্ত্ব

অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, একটি নোক্তার মধ্যেই সমস্ত দুনিয়ার ভেদ ও তত্ত্বসমূহ কেমন করিয়া থাকিতে পারে? উত্তরে বলিব-রেলওয়ে টাইম টেবল দেখুন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, কাগজের নক্শায় সামান্য একটি বিন্দু। এক্ষণে আমি বলি-একটি সামান্য এবং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম যাহা সেই বিন্দুর মধ্যে কিরূপে এত বড় শহর রাজধানী ঢাকা রহিয়াছে? মানচিত্রে বাংলাদেশকে যত ছোট দেখা যায় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশটি তত ছোট নহে। কাগজের সামান্য বিন্দু বা নোক্তার মধ্যে যদি প্রকান্ড বাংলাদেশ ও উহার রাজধানী ঢাকা শহর পাওয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক আহকামুল হাকেমীনের অমিয় বাণী কোরআনে কারীমের একটি নোক্তার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্বের যাবতীয় ভেদ ও জ্ঞানসমূহ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। যাহা হউক, কোরআনে পাকের ইহা সেই সুরা যাহার মধ্যে বহু বিষয় বস্তুর জ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে কোরআনে পাকের সমস্ত উলুম ও ভেদ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নহে। কিন্তু কোরআনে পাকের মধ্যে দীন দুনিয়ার সমস্ত আপদ বিপদের মুক্তি ও নিরাময় রহিয়াছে। হজরত ইমাম মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি আমাদের ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সারগেদ্ (ছাত্র) ছিলেন। তাঁহার যুগে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধলোক ছিলেন যিনি শেষ বয়সে একটি কন্যা সন্তান লাভ করতঃ আনন্দে আত্মহারা হইয়া কছম খাইয়া বসিলেন-আল্লাহ্ পাক যদি আমার এই কন্যাকে জীবিত রাখেন তবে ইহার বিবাহের মধ্যে উপঢৌকন স্বরূপ দুনিয়ার সমস্ত কিছু দান করিব। কন্যার বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে ঐ কছমের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি ইহা চিন্তা করিয়া হয়রান পেরেশান হইয়া গেলেন যে, কিরূপে তিনি কন্যার বিবাহের কার্য সমাধান করিবেন; দুনিয়ার সব কিছুতো উপঢৌকন দেওয়া সম্ভবপর নহে। নিরুপায় হইয়া চিন্তিত মনে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাজির হইলেন। ইমাম ছাহেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন "যাও, তোমার কন্যার বিবাহে একখানি কোরআন শরীফ তাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়া দাও। কোরআন শরীফ দিয়া দিলেতো দুনিয়ার সব কিছুই দিয়া দিলে।" ছোব্হানাল্লাহ্। কী চমৎকার ফায়ছালা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ। বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমান সমাজে

আজকাল বিবাহে উপহার উপঢৌকন দেওয়ার এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পুরাতন যুগে যেথায় বিবাহে উপঢৌকন স্বরূপ কোরআন মজীদ দেওয়া হইত বর্তমান যুগে সেই স্থলে ট্রান্‌জিস্টার রেডিও সেট্ ও গ্রামোফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। কোথায় কোরআন মজীদ উপহার স্বরূপ প্রদান পূর্বক এই নছীহত করিবে যে- যাও, কোরআন মজীদ নিয়মিত তেলাওয়াত করত কোরআনের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া জিন্দেগী সুখের করিবে। পক্ষান্তরে ট্রান্‌জিষ্টার রেডিও ইত্যাদি উপহার দ্বারা ইহাই নছিহত হইয়া থাকে যে, যত ইচ্ছা গান বাদ্য ইত্যাদি বিধর্মীদের মত আমোদ-উল্লাসে লিপ্ত হইয়া যাও। কাজেই, আধুনিক বিবাহিত মেয়েরা কোরআন তেলাওয়াত তো দুরের কথা রীতিমত পাক-ছাফ্ হইতেও জানেন না। ঘরকন্যা বা ঘরের বিভিন্ন কাজ-কর্মেও আজাদ কিংবা অপরিপক্ক। হাত-পায়ের নখে ও তালুতে এবং ঠোটে আল্‌তা-পালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে এবং অনর্থক ও অশালীন আমোদ প্রমোদে খুব পটু। কাঁথা সিলাই করিতে জানে না, বরং নাচ-গান ইত্যাদি শরীয়ৎ-গর্হিত কাজে বেশ পটু। একটি ঘটনা বলিতেছি-প্রাচীন কালের এক বৃদ্ধা মহিলা একদিন তাহার নাতি-পূতির সহিত আলাপের প্রসঙ্গে বলিলেন আজ-কালকার মেয়েরা তো সুই ও চিনেনা। ইহা শুনিয়া তাহার নাতনী বলিয়া উঠিল কেন, সুই দিয়া তো গ্রামোফন সেট্ বাজানো হইয়া থাকে। বৃদ্ধা মহিলা বলিয়াছিলেন কাঁথা সিলাই'র সুই-এর কথা, কিন্তু নাতনী বুঝিল গ্রামোফোনের সুই।

বেরাদরান-ই-ইসলাম। কোরআন মজীদকে আপন বানান। সন্তান-সন্ততিকে কোরআন মজীদ শিক্ষা দিন। নিজ নিজ বিবি ও কন্যাদেরকে কোরআনি জেওর (অলংকার) ও পোশাক পরিধান করান। ইহার পরিনাম অবশ্যই অতি উত্তম হইবে। দুনিয়ার জিন্দেগী সুখের হইবে এবং আখেরাত অতীব আনন্দদায়ক ও শান্তিপূর্ণ হইবে।

হজরত খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার উপঢৌকন

প্রিয় পাঠক বৃন্দ

দো-জাহানের বাদশা আমেনার লাল মদীনার চাঁদ রহমতে আলম শাফীউল উম্মত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার কলিজার টুকরা হজরত খাতুনে জান্নাত আম্মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার উপঢৌকন লক্ষ্য করুন-

তাহা নিত্যান্ত অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা হইলেও উন্নতও মহৎ জীবন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথা-খেজুরের চাটাই, মোটা রশির চার-পায়া, গম ভাঙ্গিবার চাক্তি, নামাজের মছলা এবং তেলাওয়াতের জন্য কোরআন মজীদ। পিত্রালয় হইতে আজ কালকার মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের রঙ্গ-বেরঙ্গের লেবাছ পরিধান পূর্বক বড়ই সাজ-গোছের সহিত বাহির হয়। কিন্তু শাহেন্ শাহে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নয়নের মনি আদারের দুলালী হজরত খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য উত্তম লেবাছ ছিল লজ্জার চাদর, পরদার জামা এবং ছবুরের গহনা।

ছবুরের কাঁটা পরহেজগারীর গলার হার,
পরিধানে লজ্জার চাঁদর চুড়ি **ছবুর ও রেজার**।

হুজুর আলাইহিচ্ছালামের আওলাদে কেরাম বেরাদরান-ই-ইছলাম।

সুরায়ে কাওছারের শানে নুযুল বয়ান করিবার পূর্বেই বলিয়া রাখি যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দুই পুত্র এবং চারি কন্যা ছিলেন। কন্যা চারিজন হওয়ার মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পুত্র দুইজন হওয়ার মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যথা, কুস্তালানী শারেহ্ বোখারী 'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন- এই কথার উপর সর্বাদি সম্মত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার দুই পুত্র ছিলেন, হজরত কাছেম এবং হজরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুম। কিন্তু কতক উলামায়ে কেরাম ইহাও বলিয়াছেন যে, হুজুর আলাইহিচ্ছাল্লামের তাইয়্যেব, তাহের নামেও দুই পুত্র ছিলেন।

হুজুরে আনোয়ার আলাইহিচ্ছাল্লাতু ওয়া তাছলীমার কন্যাগণের বিবরণ

হুজুরে আনোয়ার ছাক্বীয়ে কাওছার আলাই-হিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমার চারি কন্যাগণের নাম যথাক্রমে হজরত জয়নাব, হজরত রোকেয়া, হজরত উম্মে কুলছুম এবং হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুমা। হজরত জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র শাদী তাহার খালাত ভাই আবুল আ'ছের সহিত হইয়াছিল। হজরত রোকেয়া এবং হজরত উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র শাদী হজরত উছমান গণি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত হইয়াছিল। প্রথমে উছ্মান গনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র সহিত

হজরত রোকেয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র শাদী মোবারক হয়, অতঃপর তাঁহার ইন্তেকাল বা পরলোকগমন হইলে হজরত উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্যেই হজরত উছমান গণি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুকে জিন্নুরাঈন্ (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়। আলা হজরত আহ্মদ রেজা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

নূরের নবী হইতে নূরের দুই টুকরা
ধন্য যে তোমার পাইলে নূরেরী জোড়া॥

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা হজরত উছমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলিয়াছিলেন হে উছমান, যদি আমার একশত কন্যাও হয় আর একজনের পর একজন পরলোকগমণ করে তবে, আমি একজনের পর একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিব (কিতাব-মাওয়াহেবে লাদুনিয়া ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ছোব্হানাল্লাহ্। কী মহান সম্মান হজরত উছমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহুর। এইরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত হজরত উছমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে আজমতে রহিয়াছে। কিন্তু অন্ধলোক কি দেখিতে পারে? অন্ধলোক নিজের তুলনায় সকলকেই অন্ধ মনে করে। হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হার শাদী মুবারক হজরত আলী কাররামাল্লাহ্ ওয়াজ্হাহু-র সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। হুজুর আলাহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের কন্যাগণের মধ্যে হজরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মরতবা সকলের চাইতে অধিক।

রেওয়ায়েতে সিয়া

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহেওয়াছাল্লামার কন্যাগণের সংখ্যা ৪(চার) জন হওয়ার বিষয়টি এমন একটি মত্তাফেকা মাছআলা যে, ইহাতে সিয়াদের রেওয়ায়েতেও কোন প্রকার মতভেদ নাই। কাজেই তাহাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'উছুলে কাপির' প্রথম খন্ডে ২৭৮ পৃষ্ঠায় আছে-"তাজা ওয়াজা খুতিয়াতু রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা ওয়াহুয়া বিদ্উ ওয়া এস্রিনা ছানাতিন্ ফাওয়ালাদা মিন্হা ফি বালা মাব আছিহি কাছেমুন্ ওয়া রোকিয়াতুন ওয়া জয়নাব ওয়া উম্মে কুলছুম ওয়া ওয়ালাদা বা'দাল মাব্ আছিত্ তাইয়্যেবু ওয়াত্ তাহেরু ওয়াল্ ফাতেমাতু আলাইহিচ্ছালাম।"

অর্থঃ হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার শাদী মুবারক হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সঙ্গে হইয়াছিল। বুঈছাত্ অর্থাৎ নবুওয়াতের পূর্বে ক্বাছেম, রোকেয়া, জায়নাব এবং উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্ম হয়। **বুঈছাতের অর্থাৎ** নবুওয়তের পরে তাইয়্যেব, তাহের ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্ম হইল।

'হায়াতুল কুলুব' নামক কিতাবে আছে-**"বরছনদে মু'তাবর আয্ হজরত ছাদেক রেওয়ায়াত কারদাস্ত কে আয্ বরায়ে রাছুলে খোদা আয্ খুদিজা মুতাওয়াল্লাদ্ সুদান্দ তাহের, কাছেম ফাতেমা, রোকেয়া, উম্মে কুলছুম ও জয়নাব।"**

বেরাদরানে ইসলাম। এই রকম মুত্তাফেকা মাসয়ালার মধ্যে যদি কেহ মতভেদ সৃষ্টি করে এবং অনর্থক এই কথা বলে যে, হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার একজন মাত্র কন্যা ছিলেন। তবে উহা গলত্ বা নিতান্ত ভুল, শুধু ভুলই নহে বরং মারাত্মক নফ্ছানী। এহেন মতভেদ ও মতানৈক্যতা বদ-আক্বিদা সম্পন্ন লোকেরাই সৃষ্টি করিয়া থাকে। বদ-আকিদা সম্পন্ন লোকদের এই ধরনের উক্তির একমাত্র কারণ হইল হজরত উছমান গণি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত দুশমনি বশতঃ তাঁহার অনুপম মর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করিয়া বেঈমান হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বয়ং আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-**ইয়া আইয়ুহান্নাবীয়্যু কোল্ লে-আজওয়াজেকা ওয়া বানাতেকা**-হে আমার প্রিয় নবী আলাইহিচ্ছালাম। আপনি আপনার বিবিগণকে এবং কন্যাগণকে বলিয়া দিন। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তায়ালা এইখানে আয়াত শরীফে 'বনাতিকা' বলিয়া 'জমার ছিগা' বা বহু বচনের শব্দরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা-আপনার কন্যাগণকে বলিয়া দিন। পক্ষান্তরে যদি হুজুরে পাকের একজন মাত্রই কন্যা হইতেন তবে আল্লাহ পাক আয়াতে কারীমায় 'বিন্তেকা' বলিতেন। অর্থাৎ 'আপনার কন্যাগণকে না বলিয়া 'কন্যাকে' বলিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বহু বচনের শব্দরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। বদ-আকিদা সম্পন্ন লোকেরা অনর্থক বলিয়া থাকে যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার কন্যা একমাত্র একজনই ছিলেন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আসল কথা এই যে, এই সমস্ত বেঈমান লোকেরা কোরআনের 'তাবে' (অনুগত নয়)। বরং কোরআনকেই নিজেদের 'তাবে' অর্থাৎ অনুগত বানাইতে চায় তাই এরা বলে যে, এই স্থানে আল্লাহ পাক বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন

হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য। অর্থাৎ হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র সম্মানার্থে 'বানাতিকা' বলা হইয়াছে। যদি তাহাদের যুক্তি গ্রহণ করা যায়, তবে তাহারা ইহাও তো বলিতে পারে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার বিবিও একজনই ছিলেন, হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা এবং কোরআনে 'কোল্ লে-আজওয়াজেকা'-এই স্থানে ও আল্লাহ তায়ালা বহু বচনের শব্দ ব্যবহার দ্বারা হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও গলত্ বা নিতান্ত ভ্রম।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ। সুরায়ে কাওছারের নাজিল হইবার প্রসঙ্গও ইহা। হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পুত্রগণ দুইজন অথবা চারজন ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহই 'বালেগ' বা বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। সকলেই শৈশব কালে 'নাবালেগ' অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাহার কারণ ইহাও যে হুজুরে পাকের পুত্রগণ বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নবুওয়ত প্রাপ্ত হইয়া নবী হইতেন অথবা নবুয়ত প্রাপ্ত হইতেন না, নবী হইতেন। যদি তাঁহারা নবী না হইতেন তবে দুষমনেরা অপবাদ প্রচার করিত যে, পূর্বেকার নবীগণের আওলাদ নবী হইতেন, কিন্তু রাছুলে পাকের আওলাদ নবী হয় নাই। যদি রাছুলে পাকের আওলাদগণ নবী হইতেন তবে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার 'খতমে নবুওয়তের' মধ্যে সন্দেহ হইত। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা তদীয় মাহবুব আলাইহিচ্ছালামকে এই সমস্ত দোষারূপ হইতে বাচাইবার জন্য তাঁহার কোনও পুত্রকে বালেগ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেন নাই।

মিরজাঈদের ধোকাবাজী

বেরাদরানে ইসলাম! এই ক্ষেত্রে মিরজাঈরা অর্থাৎ কাদীয়ানীরা জনসাধারণকে একটি রেওয়ায়েৎ শুনাইয়া থাকে। যথা-**লাও আশা ইব্রাহীমু লাকান ছিদ্দিকান্ নাবীয়্যান**। অর্থাৎ হুজুরে পাকের ছাহেবজাদা ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি জীবিত থাকিতেন তবে নবী হইতেন। ইহার দ্বারা কাদীয়ানীরা এই কথা প্রমাণ করিতে চায় যে, হুজুরে পাকের পরে আরও নবী আসিতে পারেন। যেহেতু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি জীবিত থাকিতেন তবে নবী হইতেন। কাজেই, তিনি যখন জীবিত রহিলেন না, এই জন্য নবীও হইলেন না। ইহার প্রতিবাদে আমি রেজভী বলিতেছি যে, এই

রেওয়ায়েত নিশ্চয়ই ইবনে মাজহা শরীফের, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মর্মে কাদিয়ানীদের উক্তি তো 'লাতাকরাচ্ছালাতা-র মতোই। যথা-বেদাতী ও ভণ্ডরা বলিয়া থাকে-কোরআনের মধ্যে আছে-নামাজ পড়িবে তো দূরের কথা নামাজের কাছেও যাইওনা। কিন্তু আয়াতের দ্বিতীয় অংশ গোপন করে। কোন অবস্থায় নামাজে উপস্থিত হইতে নিষেধ তাহা বলে না। অর্থাৎ, **ওয়া আন্তুম ছুকারা**-যদি তোমরা নেশার অবস্থায় থাক। আয়াতের এই অংশকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের মতলব প্রকাশ করিয়া থাকে। এক্ষণে, কাদীয়ানীরা যদি উক্ত রেওয়ায়েৎ দ্বারা ধোকাবাজী না করিবে তাবে ইহার পরবর্তী যে হাদীছে রহিয়াছে তাহা কেন উল্লেখ করে না? প্রিয় পাঠক বৃন্দ। পরবর্তী হাদীসে কি নির্দেশ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করুন। যথা-**লাও কুদিয়া আইয়্যাকুনা বায়াদা মোহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা নাবিউন লাও আশা ইবনুহু ওয়ালাকিন্ লা-নাবিয়া বাআদাহু** (হাদীছ, ইবনে মাজহা শরীফ ১১০ পৃঃ)। যদি তক্‌দীর হইতো যে হুজুরে পাকের পরে নবী হইতে পারে তবে হুজুরে পাকের ছাহেবজাদা জীবিত থাকিতেন। কিন্তু হুজুরে পাকের পরে কোন নবী নাই; কিয়ামত অবধি তিনিই নবী। পাঠকবৃন্দ। বুঝিতে পারিলেন তো? ইহাই হইল আসল হাকিকত। কিন্তু এই হাদিছ মিরজাঈরা অর্থাৎ কাদীয়ানীরা পড়ে না কিংবা কাহাকেও শুনায় না। অথচ এই হাদীছ ছহি বোখারী শরীফেও আছে-৬১৩ পৃষ্ঠা, ২৫ পারা, বাব, মান, তামাচ্ছা বি-আছ্‌মাইল আম্বিয়ায়ে এবং ইবনে মাজহা শরীফে উক্ত হাদিছের হাশিয়ায় (টীকায়)লিখিত আছে-**আল্লাজি আখ্‌রাজাহুল বোখারী ফি-বাবে মান্ তামাচ্ছা বি-আছ্‌মাইল্ আম্বিয়ায়ে ছহিহুন্ লা-শাক্কা ফি-চেহাতিহি** (ইবনে মাজহা ১১০ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ যেই হাদীছ ইমাম বোখারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাহির করিয়াছেন তাহা বেলাশক ছহী (অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ)। কিন্তু মিরজাঈরা যে হাদীছ বয়ান করে; যথা,- **লাও আশা ইবরাহীমু লাকানা ছিদ্দিকান নাবীয়ান**-ইহার সম্বন্ধে মোহাদ্দেছীনে কেরামের অভিমত এই যে, এই হাদীছ ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ নহে। কাজেই মোল্লা আলী ক্বারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-**ওয়া ছানাদিহি আবু শাইবাহ্ বিন্ উছমানুল ওয়াছতা ওয়াহুয়া জয়িফুন**-কিতাব, মেরকাত্ ২৯৫ পৃষ্ঠা। **ওয়া কাজা ফি**-মাওয়হেবে লাদুনিয়া-১ম খণ্ড, ৩১০ পৃঃ। অর্থাৎ উক্ত হাদিছের ছনদের রাবী আবু শাইবাহ্ জয়িফ অর্থাৎ দুর্বল। এবং শায়খ

আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন-বছেহেত নারাছিদাহ ওয়া এতেবারে নাদারাদ্-কিতাব মাদারেজুন্নবুওয়ত-২য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা। প্রিয় পাঠকবৃন্দ। মিরজাঈ বা কাদীয়ানীদের ইহা এক প্রকার ধোকাবাজী। তাহা না হইলে হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পরে যদি নবী হওয়া সম্ভব হইত তবে হুজুরে পাকের ছাহেবজাদা জীবিত থাকিতেন এবং নবী হইতেন। ছুরায়ে কাওছারের 'শানে নুযুল' ইহাই।

শানে নুযুল

হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের শিশুপুত্রগণ এক এক করিয়া পরলোকগমণ করিবার পর কাফেররা বলিতে লাগিল যে, এখন হইতে হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নছল (বংশধর) বাকী থাকিবে না। তিনি আবতার (অপুত্রক বা নির্বংশ) হইয়া গেলেন (মাআজাল্লাহ্)। আবতার বলা হয় তাহাকেই যাহার নছল বা বংশধর বাকী থাকে না। কাফেররা তাদের বাতেল ও ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী বুঝিয়া নিয়াছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নছল আর বাকী থাকিবে না; তাহার নাম-নিশান ও (যস ও কীর্তি) জারি থাকিবে না। কাফেরদের এই বেহুদা প্রলাপোক্তিতে হাবীবে খোদা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলিমা বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু তদীয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সান্তনা দিবার জন্য এই ছুরা নাজিল করেন।

ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছার, ফাছাল্লি লে-রাব্বিকা ওয়ান্ হার ইন্না-শা-নিয়াকা হুয়াল্ আব্তার অর্থাৎ, হে প্রিয় মাহবুব আলাইহিচ্ছাল্লাম। আমি আপনাকে কাওছার প্রদান করিয়াছি। অর্থাৎ, আপনাকে বড় বড় নিয়ামত দান করিয়াছি এবং প্রত্যেক নিয়ামত অধিক পরিমাণে দান করিয়াছি। বেঈমানেরা শুধু বেহুদা প্রলাপ করে যে, আপনি আবতার হইয়াছেন। হে প্রিয়তম! ইহা বেঈমানের বেহুদা প্রলাপ মাত্র। আমি আপনাকে সর্বপ্রকার খায়র ও খুবী দান করিয়াছি। হে প্রিয়তম! আপনি নামাজ পড়ুন এবং দেখুন, যত নামাজী আছে সকলেই আপনার উপর একতেদা করিবে, তাহারা সকলেই নাম নিবে; তাহারা আপনারই রুহানী সন্তান। কোরবানীর দিনে অর্থাৎ হজ্বের মধ্যে দুনিয়ার সব প্রান্ত হইতে লোক দলে দলে আসিবে;

তাহারা সকলে আপনারই গোলাম। হে প্রিয়তম! আপনার জিকির আপনার নাম সর্বদা জারী থাকিবে। আপনার নছল আপনার অগণিত উম্মত। কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মত আপনার নাম লইবে, আপনার জিকির করিবে। হ্যাঁ, যারা আপনার দুষমন তাহারা নামুরাদ, বেনাম ও বেনিশান হইয়া মরিবে এবং তাদের নাম লইবার মত লোক কেহই বাকী থাকিবে না। হে আমার প্রিয়তম'। যারা আপনার দুষমন প্রকৃত পক্ষে তারাই আবতার, তাদেরই নছল দুনিয়ায় বাকী থাকিবে না।

ধ্বংস হইয়াছে ও হইবে দুষমন আপনার
শুধু প্রশংসা-ই প্রশংসা দুনিয়ায় থাকিবে আপনার

বেরাদরানে ইসলাম!

দেখুন যত প্রচার, আলোচনা প্রশংসা রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সমগ্র দুনিয়া ব্যাপি হইতেছে, এই রকম প্রচারই আর কাহারও হয় নাই বা হইবেও না। আরশ হইতে ফরশ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে হুজুরে পাকের প্রশংসাই প্রশংসা হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। ইয়া রাছুলুল্লাহ! আরশ হইতে ফরশ পর্যন্ত আপনার নামের ডংকা বাজিতেছে; যেইদিকে কান পাতি সেই দিকেই আপনার গুণ গান শুনা যায়। মসজিদে, মাদ্রাসায়, বাড়ি-ঘরে, শহরে ও বন্দরে, কবিদের মুখে, নামাজে, মুনাজাতে, আযানে ও আকামতে। ফল কথা আছমান ও জমিনে হুজুরে পাকের প্রশংসাই প্রশংসা হইতেছে ও হইবে। তাহারই মুবারক নামের ডংকা বাজিতেছে ও বাজিবে।

তাঁহারই প্রশংসা জমীন ও আছ্মানে
নামাজীর দোয়ায় ও মুয়াজ্জিনের আযানে॥
দরূদ শরীফ পাঠ করুণ ঃ
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইহা হাবিবাল্লাহ॥
ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমি গোনাহগারকে
আপনার গোলামরূপে গ্রহণ করুন॥

নবীগণের পবিত্র জবানে, ছাহাবীগণের মুবারক জলছায় আওলিয়ায়ে কেরামের মজলিসে, ইমামগণের ধর্মীয় আলোচনায় আলেমগণের ওয়াজের মাহ্ফিলে এবং না'তে খানদিগরে না'তে খানিতে ঐ মাহবুবে কিব্রিয়া

মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রশংসা-ই প্রশংসা শুনা যাইতেছে। হ্যাঁ, তাহা না-ই বা হইবে কেন? তিনি তো সকল সৃষ্টিরই মাহবুব হইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছেন। সকলেই তাহার নামের উপর কোরবান।

আমি-তুমি, রাজা-বাদশাহ্ ও ফকীরগণ
তাহারই কাল চুলের উপর কোরবান॥
রাজা-বাদশাহ্, উচ্চু-নীচু, ফকীর ও আমীরগণ
ঐ দরবারে সকলেই নতশীরে মেহমান॥

ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। আমার মৃত্যুর সময় আপনার উপস্থিতি কামনা করি, আপনার হাজেরী অবস্থায় যেন মৃত্যুর হাতে ধরা পড়ি। তবুও হুজুরে পাকের নাম-নিশান দুনিয়া হইতে উঠিয়া যাইবে? তওবা। তওবা!! বন্ধুগণ! যেই নবীর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তায়ালা করেন এবং স্বয়ং খোদা তায়ালা যাহার আলোচনা করেন, তাঁহার নাম নিশানা কি বিলুপ্ত হইতে পারে? অথচ খোদা তায়ালা নিজেই এরশাদ করেন **"ওয়ারাফা আনা লাকা জিক্‌রাকা!"** হে মাহবুব আমি আপনার জিকির আপনার জন্য বুলন্দ করিয়া দিয়াছি।" অর্থাৎ- আমি আপনার জন্য আপনার তাজকেরা ও প্রসংশাকে উচ্চ করিয়া দিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছি।

যাঁহার জিকির ও আলোচনাকে স্বয়ং খোদা তা'লা বুলন্দ বা উচ্চ-মরতবা প্রদান করিয়াছেন তাহার নাম-নিশানা কি কেহ মিটাইতে পারে? তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি ও স্মৃতি চিহ্ন কখনো বিলুপ্ত হইতে পারে কি? সারা দুনিয়ার কাফের-মুশ্‌রীক এক জোট হইয়া চেষ্টা করিলেও তাহা বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। বরং নিজেরাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হুজুরে পাকের নামের ডংকা বাজিতেই থাকিবে। মাওলানা রুমী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেনঃ

রৌন্ কাত্‌রা রোজে রোজ আফ্‌যুকু নাম
নামে তো বর্ নক্‌রা ও বর্ যর্ যন্‌ম্॥
মেম্বার ও মেহরাব্ ও চাজাম্ বাহরে তো
আয্ মহব্বত্ কাহ্‌রে মান্‌দার কাহ্‌রে তো॥
চাকরা নাত মূলকে হাগি রান্দ্ জাহ্

দিনে তু বাকী যে মাহী তাবও মাহ্॥
তাকিয়ামাত্ বাকী আশ্ দারিমে মা
তুম তরাশ আয নাছখে দিন আয় মোস্তফা॥

ভাবার্থ ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন-হে আমার মাহ্বুব! আলাইহিচ্ছালাম। আমি আপনার ইজ্জত সম্মানকে দিন দিন বৃদ্ধি করিব; স্বর্ণ ও রূপায় আপনার নাম নকশা করিয়া দিব।

তোমার জন্য মিম্বার ও মেহরাব বানাইব তোমার মহব্বতে আমি দয়াবান এবং তোমার রাগে আমি রাগান্বিত হইব।

তোমার গোলাম বড় বড় রাজ্যের উপর ক্ষমতাবান হইয়া ইজ্জত সম্মান অর্জন করিবে এবং তোমার দ্বীন জমিন হইতে আছমান পর্যন্ত জারী থাকিবে। তোমার দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে। তোমার দ্বীন মুলতবি হইবে বলিয়া ভয় করিও না।

হজরত আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

হজরত আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু যৌবন কালে এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, জমিন হইতে একটি উদ্ভিদ (বৃক্ষ) উঠিয়াছে। ইহার শিকড় জমিনে এবং অগ্রভাগ আকাশে লাগিয়াছে। ইহার একটি ডাল মাশ্রেক্ প্রান্তে আর একটি ডাল মাগরেব্ প্রান্তে পৌছিয়াছে। আরব দেশের কিছু সংখ্যক লোক ঐ বৃক্ষের ডাল ধরিয়া রাখিয়াছে, অপর একদল লোক ঐ বৃক্ষকে কাটিবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে। তখন হঠাৎ খুবছুরত এক নও-জোয়ান বৃক্ষের মুল হইতে বাহির হইয়া ঐ বৃক্ষ কর্তন কারীদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। হজরত আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পরদিন ভোরে এক পন্ডিতের নিকট গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ব্যাক্ত করিলেন এবং উহার তা'বির জানিতে চাহিলে ঐ পন্ডিত উত্তরে বলিলেন, **"লাইয়াখ্রুজান্না মিন্ ছাল্বিকা রাজুলুন ইয়াম্লিকুল্ মাশরেকা ওয়াল মাগরেবা"**। কিতাব খাছায়েছে কোবরা ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ অর্থঃ-আপনার পৃষ্ঠ হইতে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হইবে যিনি মাশরেক ও মাগরেবের বাদশাহ্ হইবেন।

কি বলেন বন্ধুগণ! এইরকম মাহ্বুবের নাম-নিশানা কি কখনও মিটিতে পারে? কখনও নহে। তবে ইহা কাফেরদের শুধু বেহুদা প্রলাপ মাত্র যে, হুজুরে পাক আব্তার হইয়া গিয়াছেন (মাআজাল্লাহ্)।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় মাহবুবকে এই ছুরায় **'ইন্না আ'ত্বাইনা কাল্ কাওছার'** বলিয়াছেন। অর্থাৎ- হে মাহবুব। আপনাকে আমি কাওছার দান করিয়াছি। এখন দেখিতে হইবে 'কাওছারের' অর্থ কি হইতেছে। পাঠকবৃন্দ! প্রথমেই ইহার তরজমা পাঠ করিয়াছেন যে, হে মাহবুব! বেশুমার **খুবিয়া** অর্থাৎ অসংখ্য-অগণিত মঙ্গলাদি আপনাকে প্রদান করিয়াছি। এই তরজমা আলা হজরত বেরলভী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে করিয়াছেন এবং এই তরজমাই সর্বোত্তম, আলাও আনছাব্। অন্যান্য মুফাচ্ছেরীনে কেরামও ইহাই লিখিয়াছেন। কাজেই আল্লামা ইছমাঈল হাক্কী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন-**আল্ আদাদুল্ কাছিরু মিনাল খায়েরে ক্বালা ফিল্ ক্বামুছে আল্ কাওছারুল্ কাছিরু মিন্কুল্লে শাইয়িন্**-তাফছীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খণ্ড, ৭০৯ পৃঃ। অর্থাৎ বহু বহু খায়ের খুবি (অনন্ত অফুরন্ত কল্যান) এবং প্রত্যেক জিনিষের অধিকাংশ। ছদরুল্ আফাজেল্ মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহে উক্ত আয়াতের মর্মে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক তদীয় হাবীবকে ফাজায়েলে কাছির দান করতঃ সমস্ত সৃষ্টের উপরে আফজাল বানাইয়াছেন। জাহের-বাতেন সৌন্দর্য দান করিয়াছেন। নছবে আলী, নবুওয়াত, কিতাব, হেকমত, হুজুমত, এলেম, শাফায়াত, হাউজে কাওছার, মাকামে মাহ্মুদ, কাছরাতে উম্মত দ্বীনের বিজয় প্রভৃতি অসংখ্য-অগণিত নিয়ামত এবং ফজিলত যাহার কোন শেষ নাই। তাফছীরে কান্জুল ঈমান। তবে এক্ষণে, জানা গেল যে, ইন্না আ'ত্বাইনা বলিয়া খোদা তায়ালা এই ঘোষণা করেন যে, হে, মাহবুব! আমি আপনাকে প্রত্যেক প্রকারের খায়ের খুবি বা সর্ব প্রকার মঙ্গলাদি ফাজায়েল কামালাত এবং আরও বহু কিছু দান করিয়াছি-ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছার। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সর্ব প্রকার জিনিষ এবং সর্ববিধ বিষয় বস্তু তিনিই দান করিয়াছেন যিনি সকল সৃষ্টের মালেক বানাইয়া দিয়াছেন।

খালেক কুলনে আপকু মালেকে কুলবানা দিয়া
দুনূ-জাহাঁ হেঁ আপ্কে করযে ও কুদরত্ মে॥
সকল সৃষ্টের স্রষ্টা যিনি দয়ার ভাণ্ডার তিনি
দয়া করে দান করেছেন আপন মাহবুবুকে তিনি॥
সকল সৃষ্টের স্রষ্টায় বানায়েছেন মালেক আপনায়
উভয় জাহান আপনার অধিকারে ঘোষণাতে জানায়॥

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কতই না দুষমনি নজদী ওয়াহাবীদের, রাছুলে পাকের সঙ্গে যে, তাদের কিতাব তাকভীয়াতুল ঈমানের মধ্যে লিখিয়াছে- "যাহার নাম মোহাম্মদ তিনি কোন জিনিষের মালেক ও মুখতার নহেন।" অথচ খোদা তায়ালা বলেন যে, হে মাহবুব! আমি আপনাকে বহু কিছু দান করিয়াছি। আর ওয়াহাবীরা বলে যে তিনি কোন জিনিষের মালেক ও মুখ্তার নহেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! মুছলমানের ইহাই ঈমান যে, খোদা তায়ালা হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সবকিছু দিয়াছেন এবং হুজুরে পাকের জীবনের সবকিছু আল্লাহ্তা'লা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম ফখর উদ্দীন রাজি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-খোদা তায়ালা নিজ মাহ্বুবকে বলেন যে, **ইন্না আ'ত্বাইনা কাল্ কাওছার কাতে আন্তাল্ কাছির**-তফছীরে কবির ৭ম খণ্ড, ৪৯৪ পৃঃ। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম মাহবুব! আমি আপনাকে বহু কিছু দান করিয়াছি এবং আপনিও মানবদিগকে বহু বহু দান করুন।

দেখুন, খোদা তায়ালা নিজ মাহবুবকে সব কিছু প্রদান পূর্বক স্বীয় খোদাই ও এই দরবারে হাজির করিয়া মাহবুবকে আদেশ করেন-**ওয়া আম্মাছ্ ছায়েলা ফালা তান্হার**-অর্থাৎ, হে আমার প্রিয়তম মাহবুব! যে কেহ আপনার দরবারে ছোয়াল (নিবেদন) করিবে, তাহাকে আপনি বিমুখ করিবেন না, তিরস্কার করিবেন না, যদি আপনার দরবার হইতে বঞ্চিত হয় তবে তাহারা যাইবে কোথায়?

বেঠিকানার ঠিকানা তুমি
কোথায় যাইব তোমার দরওয়াজা ছাড়ি॥
সকল মকছুদ হইবে হাছেল
তোমারি দরবারে যে কাকুতি ও মিনতি করিবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! যদি কোন আমীরের দৌলত খানায় আম দাওয়াত দেওয়া হয় এবং এই ঘোষণা করা হয় যে, এখানে যাহার যা' খুশী খাইবার ও লইবার ইচ্ছা হাজির হইতে পারে; সকলের জন্যেই অবারিত দ্বার। অতঃপর ঘোষণা অনুযায়ী ধনী-দরিদ্র সকলেই আসিবে, যাহা খাইবার খাইবে এবং যাহা লইবার লাইবে। আর সকলেই উম্মুক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে ও বাহির হইবে। ভদ্রলোক ভদ্রবেশ ধারন পূর্বক ভদ্রভাবেই উম্মুক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিবেন। কিন্তু চোর বা ইতরলোক, চোর বা ইতরের বেশ ধারণ

পূর্বক উক্ত দৌলত-খানায় প্রবেশের আসল পথ (উম্মুক্ত দরজা) ছাড়িয়া নকল পথের সন্ধান করিবে, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিবে এবং ধরাও পড়িয়া যাইবে। পাঠকবৃন্দ! এই যে, দুনিয়া তাহা হইল খোদা তায়ালার অগণিত অফুরন্ত নিয়ামত হাছিল (লাভ) করিবার জন্য রাছুলে পাকের এক মহান দৌলত খানা। ইহার এমন একটি দরজা রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া যাবতীয় নিয়ামত লাভ করা যায়। কাজেই, উত্তম ও ভদ্রবেশ ধারণ পূর্বক ঈমানদার ও ভাল মানুষ সাজিয়া এহেন মহান দৌলত-খানার উম্মুক্ত ও অবারিত দরজাপথে আসুন। পক্ষান্তরে, চোর বা ইতরের বেশ-ধারণ পূর্বক দেওয়াল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবেন না।

ইমামে আহ্‌লে ছুন্নাত আলা হজরত বেরলুভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

বে উনকে ওয়াস্তে খোদা কুছ্ আতা করে
হাসা গলত্ গলত্ এ হুছবে বছর কি হে ॥

অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাক ছুব্‌হানাহু তায়ালা তাঁহার যাহা কিছু দান করেন তাহা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার উছিলায় (মধ্যস্থতায়) দান করেন। রাছুলে পাকের উছিলা ভিন্ন আল্লাহ্ পাক দান করেন না; যদি রাছুলে পাকের উছিলা ব্যতীত কোন জিনিষ আল্লাহর নিকট হইতে পাওয়াও যায়, তবে ঐ জিনিষ হালাল নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি-যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তাজের বা ব্যবসাদারকে খানা বা রিজিক কে দিয়া থাকেন? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবে যে, আল্লাহ পাকই। আবার যদি বলি যে চোরকে খানা বা রিজিক কে দিয়া থাকেন? তখনও উত্তর ইহাই হইবে যে, আল্লাহ্ পাকই। এইবার বলি-ইহারও কি উত্তর দিবেন যে, ব্যবসাদারের রিজিক হালাল এবং চোরের রিজিক হালাল নহে কেন? দেখুন, বাড়ীর মালিক যখন নিদ্রা যায় তখন বলে-আল্লাহ্ ভরসা; আর যখন চোর চুরি করিবার নিমিত্ত বাহির হয় তখনও বলে-আল্লাহ্ ভরসা। কেননা, আল্লাহ্ পাক সকলেরই রিজিকদাতা। এই জন্যে প্রত্যেক ভাল-মন্দকাজে সকলে তাহারই আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক সকলকেই রিজিক দান করেন। কিন্তু চোরের রিজিক আল্লাহ্‌র দান সত্বেও একমাত্র রাছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উছিলা ব্যতীত হারাম হইয়া গেল।

হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবরণ শুনিয়া লউন। তিনি হুজুরে পাক রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের একজন প্রিয় ছাহাবী ছিলেন। মেশকাত শরীফে তাঁহার একটি আজব ঘটনা উল্লিখিত হয়! একবার তিনি কাফেলা হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন এবং পথ ভুলিয়া গভীর জংগলে গিয়া পৌছিলেন। ঐ জংগলে একটি বড় বাঘ থাকিত। আকস্বাৎ তিনি ঐ বাঘের সম্মুখে পড়িলে বাঘ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভীত হইলেন বটে, তবুও সাহস করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া বাঘের উদ্দেশ্যে বলিলেন-**'ইয়া আযাল্ হারেছে আনা মাওলা রাছুলিল্লাহ্'** হে বাঘ! খররদার, আমি মাওলা রাছুলুল্লাহর গোলাম (মেশকাত শরীফ-৫৩৭ পৃঃ)। 'আবুল হারেছ' বাঘের উপাধি। হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া রাছুলে পাকের নাম লইলেন-হে বাঘ। আমি রাছুলে পাকের গোলাম। খবরদার। আমাকে কষ্ট দিওনা। আমি রহমতে আলমের গোলাম। বাছ্ এইটুকু শ্রবণ মাত্রই বাঘ একেবারে নরম হইয়া গেল এবং কুকুরের মতো লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু আন্হুর আগে আগে চলিল। অতঃপর তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিতে চলিতে তাহাকে উক্ত কাফেলার সহিত মিলিত করিয়া দিল। তৎপর বাঘ বিদায় গ্রহণ করিল। পাঠকবৃন্দ! চিন্তার বিষয় এই যে, হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র সম্মুখে যখন বাঘ পড়িয়াছিল তখন তাহার পক্ষে আল্লাহ্র নাম লওয়াই উচিত ছিল। যথা-হে বাঘ! খবরদার আমি আল্লাহ্র গোলাম। কিন্তু হাদীছ শরীফ প্রমাণ করে যে, আনা মাওলা রাছুলিল্লাহ্ দ্বারা তিনি খোদার নাম না লইয়া রাছুলে খোদার নাম লইয়াছেন। হে বেরাদর! এক্ষণে, আপনি বুঝিতে পারিলেন কি, যে হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু এইরূপ উক্তি কেন করিলেন? হ্যাঁ, আমি বলি শুনুন, গভীর মনোযোগ সহকারে। হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু চিন্তা করিলেন যে, যদি আল্লাহর নাম লই তবে আল্লাহ্ পাক যেমন আমার রব্ বা প্রতিপালক। আল্লাহ্ পাক যদিও আমাকে বাঁচানেওয়ালা, তেমনি বাঘেরও তো রিজিকদাতা তিনিই বটে। হইতে পারে আল্লাহ্ পাক আমাকে বাঘের খাদ্যে পরিণত করিতে পারে। এই জন্য আমি রহমতে আলম রাছুলে মকবুল আলাহিচ্ছালাতু

ওয়াচ্ছালামের নাম লইয়াছি যেন তাঁহার অনুপম রহমতের উছিলায় এই ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাই। কাজেই রহমতে আলম রাছুলে পাকের উছিলায় হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহ্ পাকের হেফাজতে বেষ্টিত হইলেন।

কেন লইবনা সর্বদা তোমারি নাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্
মুশ্‌কিল্ আছান হয় তোমারি নামের গুণে ইয়া রাছুলাল্লাহ্।

পাঠকবৃন্দ! এখন আসুন আবার পূর্বের কথায়। ব্যবসাদারকে আল্লাহ্ পাক রিজিক দান করেন, আবার চোরকেও রিজিক দান করেন তিনিই। লক্ষ্য করুণ, ব্যবসাদারের খানা হালাল কেন এবং চোরের খানাই বা হারাম কেন? ব্যবসায়ীর খানা আল্লাহ্‌র দরবার হইতে প্রাপ্ত হয় রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার অনুকরণের মাধ্যমে। মেহ্নত এবং ব্যবসার দ্বারা রাছুলে পাকের উছিলায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে খানা পায়; এই জন্য তাহা হালাল। পক্ষান্তরে চোর রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবার ছাড়িয়া এবং রাছুলে পাকের উছিলা হইতে দূরে সরিয়া প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে খানা পায়। এই জন্যে তাহা হারাম। আরও একটি উদাহরণ দিতেছি, শুনুন-এক বিবাহিতা রমনীকে যেমন আল্লাহ্ পাক সন্তান দান করেন তেমনি অবিবাহিতা বেশ্যা রমণীকেও আল্লাহ্ পাকই সন্তান দান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, বিবাহিতার সন্তান হালাল এবং অবিবাহিতার সন্তান হারাম হইল কেন? উভয়কে সন্তান তো আল্লাহ্ পাকই দিয়াছেন? বিবাহিতার সন্তান যেমন জন্মের সময় কাঁদিয়া আসিয়াছে তদ্রুপ অবিবাহিতার সন্তানও তো কাঁদিয়াই ভূমিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিতার সন্তানের যেমন দুই হাত, দুই, চক্ষু, এবং দুই কান অবিকলভাবে রহিয়াছে। বিবাহিতা রমনী রাছুলে পাকের দরবার হইতে তাঁহার তাবেদারী ও নিয়ম-কানুন মানিয়া তাঁহারই উছিলায় সন্তান লাভ করিয়াছে। আর এই সন্তান হালালী বা হালাল-জাদা। দুইজন স্বাক্ষীর মোকাবেলায় দেন-মোহর ধার্য্য করতঃ ইজাব কবুল করা-এই নিয়ম-নীতি রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিয়া আসিয়াছেন। অবিবাহিতা রমনী রাছুলে পাকের দরবারের তাবেদারী, নিয়ম-নীতি এবং তাঁহার ওছিলা ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বে যদি সন্তান লাভ করে, তবে আল্লাহর এই দান হারামী বা হারামজাদা। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করুন এবং চিন্তা করুন যদি হারামী

সন্তান জাহেরী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া, হালালী সন্তানকে বলে যে- তুমিতো আমার মতই মানুষ, তবে ঐ হারামজাদার উক্তিটি হারামী হইল কিনা বিচার করুন। উক্ত হারামজাদা আর হালালজাদা কখনও এক সমান হইতে পারে না। হারামজাদার সহিত হালালজাদার কোন তুলনাও হইতে পারে না। এই হেন হারামজাদা সন্তানের অবস্থাই হইতেছে কাফের ও ওহাবীদের। তাহারা নবীগণকে তাদের মতই মানুষ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকে। কাফেরদের উক্তি-**মা আন্তুম ইল্লা বাশারুম মিছলুনা**-অর্থঃ- কাফেররা নবীগণকে বলিল যে, তোমরা আমাদের মতই মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নও। কোআনে কারীমে (ছুরায়ে ইয়াছীনে)আল্লাহ পাক কাফেরদের এই উক্তিটি উল্লেখ করেন। এই জন্যেই মাওলানা রুমী রহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন-

কাফেররা দিদায়ে বিনানাবুদ
নেক ও বদ দর দিদা শা এক্‌ছা নাবুদ
হাম ছারি বা আম্বিয়া বার দাস্তান্দ
আওলিয়ারা হামচু খুদ পান্দাস্তান্দ॥

ভাবার্থ ঃ কাফেরদের দেখিবার মত চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) ছিল না, এই জন্যেই তাদের দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ এক সমান দেখা যাইত। তাহারা নবীগণকে তাহাদের মতই বলিয়া দাবী করিত এবং আওলিয়াগণকে তাদের মতই মানুষ জানিত।

বেরাদরানে ইসলাম। বর্তমান সময়েও একদল মানুষ (মুছলমানের বেশধারী বটে) হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমাকে তাদের মত মানুষ বলিয়া প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। অথচ হুজুরের জাতে নূরুন আলা নূর আর তাহারা ফতুর।

ছে নিছবত খাকেরা বা আলমে পাক

অর্থ ঃ- আসল কথাই ইহা যে, মাওলানা রুমী রহমাতুল্লাহ আলাইহে তদীয় মসনবী শরীফে লিখিয়াছেন-

দিদ্ আহমদ রা-আবু জাহেল ও বগোফত
জিস্ত রুয়ে কায বানিহাশে সে গোফত॥

অর্থ ঃ- একবার আবু জেহেল রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিয়া বলিল যে, বনি হাশেমের মধ্যে বড়ই বদছুরত

হইয়াছে। (মাআজাল্লাহ ! মাআজাল্লাহ॥)

দিদ ছিদ্দিকাশ্ ও বগোফত আয় আফতাব
নায় যে শর্কি নায় যে গরবি খোশ সেতাব॥

অর্থ ঃ- অতঃপর ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হুজুরে পাক ছাইয়্যেদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিয়া বলিলেন-হে আল্লাহর পরম সুন্দরতম সূর্য্য। মাশরেক এবং মাগরেবের মধ্যে আপনার চেয়ে সুন্দর আর কেহই নাই। এতদ শ্রবণে মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম ইরশাদ করিলেন-তোমরা উভয়েই সত্য বলিয়াছ।

হাজিয়িন্ গোফতান্দ আয় ছদরুল ওয়ারা
রাস্ত গোফতী দুজিদ্ গোরা তেরা॥

অর্থ ঃ- উপস্থিত জনগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লম, ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আপনাকে খুবছুরত বলিয়াছেন, তখন আপনি ইহা শ্রবন করিয়া বলিলেন সত্যই বলিয়াছ। আবার আবু জেহেল বেঈমান আপনাকে যখন বদছুরত বলিল তখন ও আপনি বলিলেন-সত্যই বলিয়াছ।

গোফত মান আয়না আম মাছকুলে দাস্ত
তরফ ও হিন্দু দরমান আবিনা কেহাস্ত॥

অর্থ ঃ- হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন-আমি দাস্তে কুদরতের ছায়কল করা একটি আয়না স্বরূপ। আয়না যাহার সম্মুখে থাকিবে দর্শন কারী উহাতে নিজের ভাল কিংবা মন্দ ছুরত প্রতিফলিত হইতে দেখিবে। যে যেমন ঠিক তেমনই দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ, ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র দেল ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ ছিল, তাই সে আমায় দেখিয়াছে উজ্জ্বল ও সুন্দর নূররূপে, অর্থাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। কিন্তু আবু জেহেল বেঈমান বদবখত ও কলুষিত দেল, কাজেই সে আমি আয়নার মধ্যে তার নিজেই কালিমাচ্ছন্ন বদছুরত দেখিতে পাইয়াছে। আমাকে সে দেখতে পায় নাই। এই জন্য আমি উভয়েরই উক্তিকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছি।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!

আজকাল যাদের দিল কলুসিত ও কালিমাযুক্ত সেইসব কম্ বখ্ত ও বদবখতরাই আবু জেহেলের অনুকরণে হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক

আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামকে নিজেদের মত মানুষ বলে। আর যাহাদের দিল ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ তাহারা হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র অনুকরণে হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামকে নূর বলিয়া থাকে এবং হুজুরকে নূর বলাই ঈমান। তাইতো ইমামে আহলে ছুন্নাত মুজাদ্দেদে মিল্লাত আলা হজরত আল্লামা আহমদ রেজা খান বেরলভী রাহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন-

বাগে তাইয়্যেবামে ছাহানা ফুল ফুলা নূরকা
মস্তবুহে বুলবুলে পড়তিহে কালেমা নূরকা
তেরী নছলে পাকমে হে বাচ্চা বাচ্চা নূরকা
তো হেয় আইনে নূর তেরা গহরানা নূরকা॥

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!

এক ছিল শহর। এমন যে শহর যাহার অধিবাসীরা কখনো দর্পণ বা আয়না চিনিত না! এই শহরের কোন এক ব্যক্তি কোথায়ও যাইবার পথে, পথের উপর একটি আয়না দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লইল। এইরূপ আজব জিনিষ সে আর কখনো দেখে নাই। হঠাৎ, উহার স্বচ্ছ-পৃষ্ঠে প্রতিফলিত নিজ চেহারাকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এই ধারনার উদয় হইল যে, হয়তো বা ইহা তাহার পিতার ছবি হইবে। অতএব, সে ঐ কাল্পনিক ছবিরূপ দর্পণটি অতিশয় যত্নের সহিত বাড়িতে নিয়া আসিল এবং আলমারীতে রাখিয়া দিল। অতঃপর দপ্তরে যাইবার সময় ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ উক্ত আয়নাটি সম্মুখে ধরিয়া পিতার ছবি কল্পনায় দর্পণে প্রতিফলিত নিজেরই চেহারা দেখিতে পাইত। নিজ ধারণা অনুযায়ী পিতার মুখচ্ছবি দেখিয়া শান্তি পাইত। এইরূপে কিছুদিন অতিক্রম করিলে তাহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ হইয়া উঠিল (যাহার চেহারা ছিল খুবই বদছুরত এবং বসন্তের দাগযুক্ত বিশ্রী মুখমন্ডল ও এক চক্ষু কানা)। কাজেই সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য ও স্বামী দপ্তরে যাইবার সময়ে প্রত্যহ আলমারী খুলিয়া দেখে তাহা জানিবার জন্য সে কৌতুহলী হইয়া উঠিল। সুতরাং স্বামী দফতরে চলিয়া যাইবার পর স্ত্রীলোকটি যখন আলমারী খুলিল তখন এক অজানা জিনিষ সম্মুখে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল এবং আয়নাতে নিজেরই বিশ্রী ছুরতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া ভাবিল যে, তাহার স্বামী এমন এক নারীর প্রেমে পড়িয়াছে, রীতিমত যাকে দেখিবার জন্য তার এই ছবিটি আলমারীতে

সযত্নে রাখিয়াছে। অতঃপর স্ত্রীলোকটি যারপর নাই দুঃখিত ও রাগান্বিত হইয়া নিজ মনে বলিতে লাগিল যে, সেতো আগেই জানিত যে তাহার স্বামী অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আশেক (আসক্ত) সুতরাং আয়নার প্রতিফলিত ছবিটির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া সে বলিতে লাগিল যে, কী বেয়াকুফ আর কম আক্কেলইনা তার স্বামী, যে ব্যক্তি তার মতই এমন হুরকে ছাড়িয়া এক কানা বদছুরত রমনীর প্রতি আশেক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

বিশেষভাবে চিন্তা করুন এই স্ত্রীলোকটি আয়নার দিকে তাকাইয়া যত দোষের কথাই বলিতেছে ঐ সব দোষ কি আয়নার মধ্যে ছিল, না তার নিজের মধ্যেই ছিল? বরং আয়নাতে তার নিজের চেহারাকেই প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতেছিল যে, দেখ, তুমি কত বদছুরত এবং তোমার চেহারা কত বিশ্রী। কিন্তু ঐ স্ত্রী-লোকটি তাহার স্বামীর উপর বদগুমান করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তার স্বামী বাড়ীতে আসিল। বিবির অবস্থা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। যখন খানা চাহিল তখন স্ত্রী বলিল আমার কাছে খানা চাহিওনা, ঐ আলমারীতে যাকে রাখিয়াছ তাহার নিকট চাও। স্বামী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং উত্তর দিল-উহাতো আমার আব্বাজানের ছবি! স্ত্রীলোকটা ইহাতে দমিল না, বরং অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল-কেন আমাকে ধোকা দিতেছ, আমি কি বুঝিনা যে-ইহা এক বদমায়িশীনি ও প্রেতনীর ছবি যাহার সারা মুখ বসন্তের দাগে ভরা এবং এক চক্ষু কানা। স্বামী বলিল-তিনি আমার সম্মানিত আব্বাজান কিন্তু স্ত্রী তবুও বলিল যে, তাহা একটি বদছুরত আওরত।

উক্ত স্বামী ও স্ত্রীর ঝগড়া যখন বাড়িয়া গেল তখন ঐ জায়গায় এক পাদ্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঐ পাদ্রী বলিল-আমাকে ঐ ছবিটি দেখাও। অতঃপর আলমারী খুলিয়া আয়নাটি দেখাইলে পাদ্রী সাহেব তাহাতে নিজেরই প্রতি ফলিত চেহারা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল-ইহাত কোন পীর পাদ্রীর ছবি দেখছি! এই বলিয়া সেই পাদ্রী আয়নাটি লইয়া তাহার গীর্জায় চলিয়া গেল।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ। এই যে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া তাহা এই ধরনের ঝগড়া ছিল যেরূপ দুই ব্যক্তি এক সময় বিতর্ক শুরু করিয়া দিল যে, ১ম ব্যক্তি বলিল-হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইলেন নূর আর ২য় ব্যক্তি

বলিল-না, তিনি আমাদের মত মানুষ।

বেরাদরানে ইসলাম! আমাদের হুজুর পোর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এক "হক্কুনুমা আয়না।" (সত্য নির্দেশক দর্পন বিশেষ) ছিলেন। যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ব্যক্তি নিজেকেই ঐ আয়নাতে প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছে। দোয়া করুন! কোন মুসলমানকে যেন আল্লাহ পাক ঐ কানা ও বিশ্রী চেহারার স্ত্রী লোকটির মতন না করেন। এক্ষণে, পূর্বের কথা স্মরণ করুন! আমি বলিতেছিলাম যে, বিবাহিতা রমনীকে সন্তান আল্লাহ পাক দিয়াছেন এবং অবিবাহিতা রমনীকে সন্তান আল্লাহ পাকই দিয়াছেন। অথচ একটি হালাল অপরটি হারামী। ইহার কারণ এই যে, বিবাহিতা রমনী রাছুলে পাকের দরবারে থাকিয়া ছুন্নতে রাছুল পালন করিয়া যে সন্তান আল্লাহর তরফ হইতে লাভ করিয়াছে তাহা হালালী। আর অবিবাহিতা রমনী রাছুলে পাকের দরবার ছাড়িয়া ছুন্নতে রাছুলকে আমল না করার দরুন তাহার যে সন্তান লাভ হইয়াছে তাহা হারামী যদিও তাহা আল্লাহ পাকই দান করিয়াছেন। পাঠক, এক্ষণে ইহাই প্রতীয়মান হইল যে, যাবতীয় নিয়ামত রাছুলে পাকের ওছিলায় পাওয়া যায়, আর রাছুলে পাকের ওছিলা ছাড়াও যদি আল্লাহর নিয়ামত পাওয়া যায় কিন্তু আল্লাহ পাকের নিয়ামত থাকে না তাহা আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাৎ) হইয়া যায় কাজেই মুমেন মুসলমানের ঈমান তাহাই যাহা আলা হজরত আল্লামা আহমদ রেজা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন-

লাও রাব্বুল আরশে জিছফুজুমিলা উনছে মিলাবাটতিহে কাওনাইন্‌মে নিয়ামত রাছুলুল্লাহকি ও জাহান্নামমে গিয়া জু জু উন্‌ছে মুসতাগ নাহুয়া হায় খলিলুল্লাহকু হাজতে রাছলুল্লাহকি॥

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!

আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, আল্লাহ পাক তাহার মাহবুব আলাইহিচ্ছালামকে কাওছার প্রদান করিয়াছেন। এবং কাওছারের অর্থ হইতেছে অসংখ্য অগণিত মঙ্গলাদি এবং বহু কিছু। যাহাকে স্বয়ং আল্লাহ পাক বহু কিছু দান করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সেই মাহবুবে খোদার নিকট কি না থাকিবে? এই যে সমগ্র দুনিয়া যার মধ্যে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা বিশাল পর্বত শ্রেণী ও অগাধ জলরাশি সাগর, উপসাগর, আছমান জমিন, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি এবং সপ্ত আকাশ ও

সপ্ত জমিনের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টি মাতাউদ্দুনিয়া। এই সমস্তকেই আল্লাহ পাক মাতাউদ্দুনিয়া কালীল বলিয়াছেন। অর্থাৎ, এই দুনিয়াসমূহ যা-গণনার বাহিরে যা' এমনও আছে যে আহাদের প্রকাণ্ডতা মানবিক জ্ঞানের বাহিরে। অথচ খোদা তায়ালা এই সমস্ত বস্তুকেই বলিয়াছে-"কালীল" বা সামান্য। পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুণ, আল্লাহর সামান্য বা অল্প কতই না প্রকান্ড ও বিরাট যে মানবের জ্ঞান ইহার প্রকান্ডতা ও বিরাটত্ব নির্ণয় করিতে অপারক। আর সেই মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যিনি সমগ্র দুনিয়া ও উহার যাবতীয় মাল ছামানকে থোড়া বা অল্প বলিয়াছেন, তিনিই তদীয় মাহবুব পেয়ারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বলেন-হে প্রিয়তম! আপনাকে আমি কাওছার দান করিয়াছি। অর্থাৎ-বহু বেশী নিয়ামত (অনন্ত অফুরন্ত কল্যান) দান করিয়াছি। হ্যাঁ, লক্ষ্য করুন-যখন তাহার কাওছারের পরিমাণ কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? মনে রাখিবেন! বড়র সব কথাই বড়। বিশ্ব স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টের তুলনায় সীমাহীন বড়। তবে তাহার কাওছারের শ্রেষ্ঠতার বয়ান কে করিতে পারিবে? হাদীছ শরীফে হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-আল্লাহ তায়ালা আমার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে আমার উম্মত হইতে ৪০০০০০ (চারি লক্ষ) উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশত দিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন- জিদনা ইয়া রাছুলাল্লাহ অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাছুল। আরও বৃদ্ধি করুন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দুই হাত উঠাইয়া দুই হাতের তালু এইরূপ একত্র মিলাইয়া ইরশাদ করিলেন-আচ্ছা, এই প্রকারে চুল্লু (করপুট) ভরিয়া আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। পুনরায় ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবেদন করিলেন-**জিদ্‌না ইয়া রাছুলাল্লাহ!** হে আল্লাহর রাছুল আরও বৃদ্ধি করুন। ইতিমধ্যে হজরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন, হে ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু। **বছ করুন**, থামুন আর বলিবেন না। কেননা, তাহা হইলে লোকেরা আমল করা ছাড়িয়া দিবে। এতদ্ শ্রবনে হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন- **ওয়া মা আলাইকা আইয়্যুদ খিলানাল্লাহু কুল্লানাল জান্নাতা**-অর্থাৎ, হে ওমর! আল্লাহ পাক যদি আমরা

সকলকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন তবে তোমার ক্ষতি কি? তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তরে বলিলেন-**ইন্নাল্লাহা ইন্‌শা-আ আইয়্যুদখিলা খালক্বাহুল জান্নাতা বিকাফফিন ওয়াহেদীন ফাআলা-** অর্থ্যাৎ, হে আবুবকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু! আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে সমস্ত মখলুককে (সৃষ্টকে) এক **চুল্লু** দ্বারাই বেহেশতে দাখিল করিতে পারেন। আল্লাহ পাক যত বড় তাহার **চুল্লুও** ততবড়। আল্লাহ পাকের কুদ্রতের **চুল্লুতে** সমস্ত সৃষ্টই আসিতে পারে। হাদীছ শরীফে ব্যাক্ত হইয়াছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র কথা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন-ছাদাকা ওমর অর্থাৎ, উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সত্যই বলিয়াছেন। মেশকাত শরীফ-৪৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বেরাদরানে ইসলাম। উক্ত হাদীছ শরীফের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন ইরশাদ করিলেন যে, আল্লাহ পাক আমার ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) উম্মতকে বিনা হিসাবে মাফ করিয়াছেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন- ইয়া রাছুলাল্লাহ। আর বৃদ্ধি করুন। তিনি ইহা দুই দুই বার বলিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র ঈমান ছিল যে, বেহেশতীর সংখ্যা বাড়ানো কমানো রাছুলে পাকের। আল্লাহ পাক তাঁহাকে দান করিয়াছেন এবং তাহার মর্জিমত উম্মতের মধ্যে বন্টন করিবেন।

দেখ হায়ে জায়েগী মাহ্‌সর শানে মাহবুবী কে আপ্‌হিকি খুশী আপকা কাহা হুগা খোদায়ে পাক কি চাহেঙ্গে আগ্‌লে পিছলে খুশী খোদায়ে পাক খুশী উন্‌কি চাহ্‌তা হুগা॥

বেরাদরানে ইসলাম! উপরি বর্ণিত হাদীছের মর্মে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, আল্লাহ পাকের কুদরতের হাতের **চুল্লু** এত বড় যে, সমস্ত সৃষ্টই এই **চুল্লুতে** সংকুলান হইতে পারে, তবে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহ পাকের কাওছার কতই না বড় এবং কতই না প্রশস্থ হইবে। যেহেতু মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ তায়ালা তদীয় মাহবুব পেয়ারা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমাকে কাওছার দান করিয়াছেন সেহেতু তাঁহার নিকট কী-ই না আছে? অতঃপর এই বিশ্বমন্ডলে জমিন ও আছমানে এবং এতদুভয়ের

মধ্যস্থলে যাহা কিছু রহিয়াছে ঐ সমস্তের মালেক ও মোখ্তার তিনি কেনই-বা না হইবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রাছুলে আক্বার ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম আল্লাহর রাজ্যের মালেক ও মোখ্তার। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কিংবা নাই কোন দ্বিধা ও বিতর্কের অবকাশ। বলিতে পারেন; কেহ তাহার সুট্কেছের উপর নিজের নাম লিখিয়া রাখে, ইহা কি উদ্দেশ্যে? উত্তরে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, সুটকেছের মালিক প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ-অমুক ব্যক্তি যাহার নাম উহাতে লিখিত রহিয়াছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে জানিয়া রাখুন, আমার আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সাত তবক আছমান ও সাত তবক জমিন তথা নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুতে রাছুলে আকবার ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের মুবারক নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন যেন এই কথা প্রকাশ ও প্রমাণ হইয়া যায় যে, নিখিল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আপন হাবীব পেয়ারা মোহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমাকে নিখিল সৃষ্টির মালিক **ও মোখ্তার বানাইয়াছেন।**

খালেকে কুল্‌নে আপ্‌কু মালেকে কুল্ বানা দিয়া
দুনু জাহানহে আপকি কব্‌জে ও এখ্‌তিয়ার মে॥

সকলের স্রষ্টা, সকলের মালিক করিয়াছেন আপনায়
দুনু-জাহান রহিয়াছে আপনার অধিকারে ও আওতায়॥

বেহেস্তের প্রত্যেক জিনিসের উপর রাছুলে পাকের নাম

বেরাদরানে ইসলাম! জানিয়া রাখুন, বেহেশ্‌তের প্রত্যেক জিনিষের উপর মাহবুবে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার নাম মুবারকের সিল্‌মোহর অংকিত রহিয়াছে। এইহেতু হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম নিজ পুত্র হজরত শিশ্ আলাইহিচ্ছালামকে বলিলেন-**ইন্নারাব্বি আছ্‌কানা নিয়াল্ জান্নাতা ফালাম্ আরা ফিল্ জান্নাতে কাছ্‌রান ওয়ালা গোরফাতান্ ইল্লা ইছ্‌মা মোহাম্মাদিন মাক্‌তুবান্ আলাইহে ওয়া আলা কাদ্‌রাআইতু ইছমা মোহাম্মাদিন্ মাকতুবান্ আলানুহুরিল্ আইনে আলা ওয়ারকে কাছাবে আজামিল্ জান্নাতে ওয়া আলা ওয়ারকে শাজরাতিন্ তোবা ওয়া আলা ওয়াবকে ছিদরাতিল্ মুন্‌তাহা ওয়া আলা আতরাফিল্ হুজুরে বাইনা আয়ুনিল্ মালাইকাতে** (কিতাব-খাছায়েছে কোবরা, ১ম খণ্ড,, ৭ পৃঃ)।

অর্থ-আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে বেহেশ্‌তে রাখিলেন তখন সব জায়গায়ই মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম লিখিত দেখিতে পাইলাম। হুজুরে পাকের নাম হুরগণের ছিনায় ছিনায় বেহেশ্‌তের শাজারে তোবা নামক বৃক্ষের পাতায় পাতায়, এবং ছিদরাতুল মুন্‌তাহার পাতায় পাতায় এবং পরদার কিনারায় কিনারায় ও ফেরেশ্‌তাগণের চক্ষুতে লিখিত দেখিতে পাইলাম-মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

আছমানসমূহে হুজুরে পাকের নাম

হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম ইরশাদ করিয়াছেন-**মা-মাররাতু বি-ছামাইন ইল্লা ওয়াজাত্তু ইছমি ফিহা মাক্‌তুবান**-অর্থ ঃ মে'রাজের রজনীতে যেই আকাশেই আরোহন করিলাম সেখানে আমার নাম লিখিত দেখিতে পাইলাম।

(কিতাব-হুজ্জাতুল্লাহে আলাল্ আলামিন-২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাছুলে পাকের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে, একটি পাখি সবুজ রং বিশিষ্ট একটি মতি ঠোঁটে করিয়া হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে আনিয়া ফেলিয়া দিল, হুজুরে পাক ঐ মতির ভিতর সবুজ বর্ণের এক কিড়া বা কীট দেখিতে পাইলেন, ঐ কিড়ার গায়ে জরদ্ বা হলুদ রঙ্গের অক্ষরে লিখিত ছিল-মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম (কিতাব-হুজ্জাতুল্লাহে আলাল্ আলামিন-২১৬ পৃঃ)।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নাম ঐ মতির কিড়ার মধ্যে লিখিত ছিল-ইহা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এতদব্যতীত এইরূপ আরও বহু বহু ঘটনা রহিয়াছে। আল্লামা বান্‌হানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তাঁহার জামে কিতাব (সার্বজনিন গ্রন্থ) হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীনের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, কোন এক ময়দানে একটি বৃক্ষ ছিল, ঐ বৃক্ষের পাতার মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ লিখিত ছিল। আর একটি ঘটনা এই যে, বেলাদে হিন্দের মধ্যে একটি বৃক্ষ ছিল, ইহার ফলগুলি আখরুটের মতো হইত। ইহার ফল চিড়িলে একটি কাগজের মত বাহির হইত। উহাতে লাল অক্ষরে লিখিত ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ, উক্ত কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উক্ত কিতাবে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,-

ওয়াহুম্ ইয়া তাররাকুনা বিতিল্‌কাশ্ শাজারাতে ওয়া ইয়াস্তাল্‌কুনা বিহা ইজামুনিউল্ গাইছা-অর্থ- লোকেরা ঐ বৃক্ষ হইতে বরকত হাছেল করিতো এবং অনাবৃষ্টির সময় ঐ বৃক্ষের ওছিলার দ্বারা দোয়া করিলে বৃষ্টিপাত হইত। প্রিয় পাঠক! বুঝিতে পারিলেন কি এই ফয়েজ ও বরকত ঐ বৃক্ষে কিরূপে আসিল? এর উত্তর ইহাই যে, একমাত্র রাছুলে পাকের নামের বরকতে। আল্লামা বান্‌হানী আলাইহির রাহমাত আরও লিখিয়াছেন যে, কোন এক শিকারী এক সময় একটি মাছ শিকার করিয়াছিল, উক্ত মাছের এক পার্শ্বে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এবং অপর পার্শ্বে "মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্" লিখিত রহিয়াছে। বর্ণনাকারী নিজে বলিতেছেন-৯৭৪ হিজরীতে আমার এক বক্‌রি একটি বাচ্ছা প্রসব করিয়াছিল। ইহার বর্ণ কাল ছিল, ইহাতে সাদা রেখার গোলকের ভিতরে বড়ই সুন্দর ভাবে লিখিত ছিল "মোহাম্মাদুন" ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। তিনি স্বয়ং বলেন-আমি আফ্রিকায় এক ব্যক্তির ডাইন চক্ষুর সাদা অংশে সরু লাল বর্ণের রেখায় "মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" লিখিত দেখিতে পাইলাম। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া আছবিহি ওয়া ছাল্লাম। আল্লামা বান্‌হানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-কুতুবে কবীর আলেমে শাহির ছাদেকে খাবীর ছাইয়্যেদেনা ওয়ামাওলানা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে লাওয়াকেহুল্ আন্‌ওয়ারুল কুদছিয়া নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি একটি বকরির ভূনা কল্লা নিয়া আসিয়া আমাকে দেখাইল যে, ইহার কপালে লিখিতছিল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ আরছালাহু বিল্‌হুদা ওয়াদিনিল্ হাক্কে। এই উক্তিটি এক যুগের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুবের। ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। আমারতো ঈমান এই যে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মাহবুবের মুবারক নাম প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে লিখিয়া প্রিয়তম মাহবুবের শানে আজমত এবং তাহার বাদশাহী ও হুকুমত প্রকাশ করিয়াছেন। হজরত আব্দুল ওয়াহাব বিন্‌ফলজ মালেকী রহমতুল্লাহ আলাইহে তাঁহার কিতাব তুফহাতুল্ আখ্‌ইয়ারের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, আমি ছফরে এক মহল্লায় একটি হরিণী দেখিতে পাইলাম, উহার উভয় কানে মোহাম্মাদুন লিখিত ছিল। তিনি আরও বলেন, আমি ১০৬২ হিজরীতে পাঁচ শহরে একটি কালরঙ্গের হাতলীর মতন পাথরে লিখিত দেখিলাম এক পার্শ্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং অপর পার্শ্বে মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্। এই পাথরের

মালিক একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। আমি ঐ পাথরকে দুই ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে খরিদ করিতে চাহিলে তিনি তাহা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলেন। আমার ধারণা হইল যে, ঐ পাথর দ্বারা স্ত্রীলোকটি হয়ত বড়ই উপকার পাইয়া থাকিবেন। কথিত আছে, ঐ পাথর প্রশব বেদনার সময় হাতে নিবা মাত্রই বিনা-ক্লেশে সন্তান প্রসব হইয়া যাইত।

আয়ে ছাল্লেআলা নাম হেঁ কিয়া নামে মোহাম্মাদ
হার দরদছে আতা হেঁ বাছা নামে মোহাম্মদ্॥
ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াছাল্লামা ইয়া-রাছুলুল্লাহ্
ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াছাল্লামা ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ॥

প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই নাম পাক সামান্য একটি পাথরের মধ্যে অংকিত থাকায় পাথরের এতদূর ফয়েজ ও বরকত প্রকাশিত হইল যে, চিকিৎসা শূন্য বিমারও নিরাময় করিল। সুতরাং ঐ নামে পাক যাঁহার, কী অপার মহিমা এবং কী অনাবিল ফয়েজ ও বরকত-ইনা তাঁহার নিজের মধ্যে রহিয়াছে। অতঃপর যেই আল্লাহ্ ওয়ালা বা ওলি-আল্লাহ নিজ অন্তকরণে ঐ মহাবরকতময় নামে পাকের নক্শা অংকিত করিয়া রাখিয়াছেন ঐ ওলিকে অমান্য করা নিরেট মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনে রাখিবেন ওলির হাতে বায়াত গ্রহণ করাই 'বায়াতে রাছুল'। ভ্রাতৃগণ! এই পর্যন্ত যত ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ হইল, ইহা ভিন্ন আরও বহু বহু ঘটনা এই ধরনের রহিয়াছে, যাহা আল্লামা বানহানী রাদিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহু হুজ্জাতুল্লাহে আলাল্ আলামিন গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠা হইতে ২১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা ইচ্ছা করেন দেখিয়া লইতে পারেন। আল্লামা দামেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তদীয় কিতাব হায়াতুল হায়ওয়ান-এর মধ্যে লিখেন-আব্দুর রহমান বিন হারুন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, একবার আমি পশ্চিম সাগরে ছফরে গমণ করিয়া বরতোন্ নামক এক শহরে পৌছিলাম। সাথে একটি গোলাম ছিল, সাগরে মাছ ধরিবার জাল ফেলিয়া সে অর্ধহাত লম্বা একটি মাছ ধরিল। মাছটি আমার সম্মুখে হাজির করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, মাছটির ডাইন কানের নীচে লিখিত আছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,' মাথার উপরে 'মোহাম্মাদুন' এবং বাম দিকে নীচে রাছুলুল্লাহ' লিখিত রহিয়াছে (হায়াতুল্ হায়ওয়ান-২য় খণ্ড ২৪ পৃঃ)। বহুদিন পূর্বে দিল্লী রায় সিনা নির্মাণ কালে একটি মরমর পাথর পাওয়া গিয়াছিল।

উক্ত পাথরের গায়ে **'মোহাম্মাদু'** লিখিত ছিল। এবং কুদ্রতী কলমে ইহার ফটোও উঠান হইয়াছিল। একদা যুক্ত প্রদেশে জব্বলপুর শহরের বহু লোকে রাত্রিকালে আকাশে নুরানী রেখায় মুহাম্মাদুন লিখিত দেখিয়াছিল। প্রত্যেকটি হরফ হইতে নূর বা জ্যোতিঃ বিকাশ হইতেও দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল-ইহা সর্বজন বিদিত। একদা একজন স্ত্রীলোক রুটি তৈরি করিতেছিলেন। একসময় হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, একটি রুটির মধ্যে অংকিত রহিয়াছে 'মোহাম্মাদুন'। তিনি ঐ রুটিকে আলেমগণের নিকট পেশ করিলেন। অতঃপর এই রুটি মুছলমান, হিন্দু, শিখ, আড়িয়া সব সমাজের লোকেই দেখিয়া অবাক হইল' আর এই বিষয়টি কবি জালাল উদ্দীন সাহেব পাঞ্জাবী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া ও ছাপিয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি যে, আল্লাহ পাক ছুব্হানাহু ওয়া তায়ালা স্বীয় হাবীব মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নামে পাক প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই লিখিয়া দিবার কারণ কি? জানিয়া রাখুন, এর উত্তর একমাত্র ইহাই যে, আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় এই যে, তাহার বান্দাগণ দেখুক এবং অবগত হউক যে, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তাহার প্রিয়তম হাবীবকে সকল সৃষ্টির মালিক ও মোখতার বানাইয়াছেন। **খালেকে কুল্নে আপকু মালেকে কুল্ বানা দিয়া দুনুজাহাঁ হে আপ্কি কবজে ও এখতিয়ার মে॥** ছোবহানাল্লাহ্! ছোবহানাল্লাহ্!! ইহার পরও যদি কেহ বলে যে, যাহার নাম 'মোহাম্মদ' তিনি কোন জিনিষের মালিক ও মোখতার নহেন, তবে তার মত বদ্বখত, জালিম ও মুর্খ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাইবে না। নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ !!

বেরাদরানে ইসলাম! প্রথমোক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইয়াগেল যে, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াছালামের নামে পাক প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে লিখিত রহিয়াছে, কাজেই ঈমাম কুস্তালানী শারেহ্ বোখারী মাওয়াহেবে লাদুনিয়া নামক কিতাবে লিখিয়াছেন-**ওয়াকুন্ইয়াতু আবুল কাছেমে লে-আন্নাহু ইউকাচ্ছেমুল্ জান্নাতা বাইনা আহ্লেহা।** (মাওয়াহেবে লাদুনিয়া-১৭৫ পৃঃ)

অর্থ-হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের কুনীয়াত আবুল কাছেম, এই হেতু যে, তিনি বেহেশ্ত উহার প্রাপ্যদিগের মধ্যে বন্টন

করিবেন।

পাঠকবৃন্দ! বলুনতো হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যদি বেহেশ্‌তের মালিক না হইবেন তবে তিনি বেহেশ্‌ত বন্টন করিবেন কিরূপে? কিন্তু না, আল্লাহ পাক তাঁহাকে বেহেশ্‌ত দান করিয়াছেন, আল্লাহ প্রদত্ত মালিকানার তিনি স্বত্ত্ববান। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এই বেহেশ্‌ত রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের, আল্‌হামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আল্‌হামদুলিল্লাহ্!! বেহেশ্‌ত রাছুলুল্লাহ্‌র এবং আমরা গোনাহ্‌গার উম্মত ও রাছুলুল্লাহ্‌র। তাই আমরা হুজুরে পাকের ফজল ও করমের বদৌলতে পরম ক্ষমাসুন্দর আল্লাহ্ পাকের মাগফেরাত লাভ করিয়া বেহেশ্‌তে দাখেল হইতে পারিব বলিয়া আশা রাখি এবং নিশ্চয়ই আশা রাখি।

গোনাহ্‌গারুকু জান্নাতছে রুকে কোইতু কিওরুকে
জুয়ে জান্নাত মোহাম্মদ কি তুয়ে উম্মত্ মোহাম্মদ কি॥
গোনাহ্‌গারদেরে বেহেস্তের বাধা দিতে কে পারে
বেহেস্ত যাহার উম্মত ও তাহার ছালাম মোদের নতশীরে।
আস, ভাই মুছলমান, সবে মিলে নবীগুণ গাই
মউতে, কবরে, হাশরে মিযানে যেন নবীজিকে পাই॥
গোনাহগারের দরদী আল্লাহর হাবীব, খোদার দোহাই
মউত হইতে শেষ বিচার অবধি তোমার দয়া চাই॥
দয়ার সাগর তুমি দু'জাহানে দুঃখীর রেহাই
ওগো দয়াল নবী পাপীর কান্ডারী তোমার সুনজর চাই।

হ্যাঁ, যেই ব্যক্তি রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে খোদাঈ রাজ্যের মালিক স্বীকার না করে সে নিশ্চয়ই রাছুলে খোদার বেহেস্ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আলা হজরত আহ্‌মদ রেজা খান বেরলভী (রহমতুল্লাহ্ আলাইহে) এই জন্যেই বলিয়াছেন-

তুজছে আউর জান্নাতছে কিয়া মতলব হে ওয়াহাবী দুরহ-
হাম্‌রাছুলুল্লাহ্ কি আউর জান্নাত ভি রাছুলুল্লাহ্ কি॥

তোমার সঙ্গে বেহেস্তের কি সম্পর্ক হে ওয়াহাবী; দূর হও, আমরা রাছুলুল্লাহ্‌র এবং বেহেস্ত ও রাছুলুল্লাহ্‌র॥

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

হুজুরে পাকের মালিকানা সম্পর্কিত আরও একটি হাদীছ শ্রবণ করুন!

যাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হুজুরে পাক বেহেস্তের মালিক, বেহেস্ত বন্টনেরও মালিক। তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করিবেন। মেশকাত শরীফের হাদীছ-হজরত রাবিয়াহ্ বিন্কাআব রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন-আমি রাছুলে পাকের খেদমতের নিমিত্ত রাত্রিকালে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিতাম। একবার হুজুরে পাককে ওজু করাইলাম এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইরশাদ করিলেন-ছাল্-অর্থাৎ, হে রাবিয়াহ্ বিনকাআব্-আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর? তদুওরে আমি নিবেদন করিলাম-**'আছ আলুকা মুরাফাকাতাকা ফিল্জান্নাতে' ইয়া রাছুলাল্লাহ্!** আমি আপনার কাছে ইহা প্রার্থনা করি যেন, বেহেস্তে আপনার সাহচর্য্যে থাকিতে পারি। হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কাওছার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করিলেন-**আ-ওয়া গায়রা জালিকা**। ইহা ছাড়া আরও কিছু চাও কি? এইবার উত্তর করিলাম-ইয়া হাবীবাল্লাহ্ আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। অতঃপর মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন-যাও নামাজ পড়িতে থাক (মেশকাত শরীফ-৭৬ পৃঃ দ্রঃ)।

প্রিয়পাঠক!

ভাবিয়া দেখুন, হুজুরেপাক প্রথমতঃ বলিলেন-আমার কাছে কিছু প্রার্থনা কর। কিন্তু তিনি কোন কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, অমুক জিনিষ চাহিবার থাকিলে চাও। বরং হুজুরেপাকের ইরশাদ-যাহা ইচ্ছা চাও। ইহা তো তিনিই বলিতে পারেন যিনি বহু কিছুর অধিকারী। ইহা হুজুরে পাক যে মালিক এবং দাতা, স্বীয় মালিকানা ও অধিকার ভূক্ত হইতে যাহা ইচ্ছা স্বীয় গোলামদিগকে দান করিতে পারেন। একথা বলাই বাহুল্য যাহার নিকট কিছুই নাই তিনি কি কখনও বলিতে পারেন-আমার কাছে কিছু চাও। আবার দেখুন, সাহাবায়ে কেরামের আকিদা কেমন ছিল। হজরত রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই কথা বলেন নাই যে, আপনার নিকট কি চাইব, হে আল্লাহর রাছুল, আমি কি শিরক্ করিব? তিনি ইহাও বলেন নাই যে, আমার যাহা চাহিবার হয়, তাহা আল্লাহ-র কাছেই চাহিব। কিন্তু না, বরং তিনি প্রার্থনা করিলেন-আমি বেহেস্ত চাই এবং বেহেস্তে আপনার সঙ্গে থাকিতে চাই। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, ছাহাবায়ে কেরামের এই আকিদা ও বিশ্বাস ছিল যে, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক বেহেস্তের মালিক ও মুখ্তার; এবং তিনি বেহেশ্ত বিতরণও করিতে পারেন, দ্বিতীয়তঃ

হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও তো এই কথা বলিলেন না যে, হে রাবিয়াহ বিন কাআব! তুমি ভুল করিয়াছ, বেহেস্তের মালিক ও মুখতার আমি নই; এই আক্বিদার দরুন তুমি মুশরিক হইয়া গিয়াছ। হুজুরেপাক এইরূপ কেনই-বা-বলিবেন? তিনি হক বিষয়কে গোপন রাখিতেও সত্যের অপপ্রলাপ করিতে কখনও পারেন? হুজুরেপাক বরং ঐরূপ উক্তি না করিয়া বলিলেন-আমার নিকট কি চাহিবে চাও। পুনরায় হুজুরেপাক বলিলেন -ইহা ব্যাতীত আরও কিছু চাও কি? ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, বেহেস্ত ছাড়াও আরও কিছু প্রদান করিতে তিনি মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেন না। ছোব্হানাল্লাহ! ছোবহানাল্লাহ্!! এইত শান্ আমাদের আক্বা মাওলা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের।

কিছ্চিজ্কি কমী হে মাওলা তেরিগলিমে দুনিয়া তেরিগলিমে উক্বা তেরিগলিমে॥

কিশের কমি নবীজি তোমার গলিতে ইহকাল পরকাল সারা জাহান তোমার গলিতে। প্রিয় মুমিন মুসলমান ভ্রাতৃগণ! এইবার ওহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন-তাদের পুস্তক 'তাকভীয়াতুল্ ঈমান' কি 'তাকফীয়াতুশ্ শয়তান' কিংবা 'দোজখের ছামান' কিনা? ভ্রাতৃগণ! আপনারা কখনো ওয়াহাবী মরদুদ দিগের আক্বিদা গ্রহণ করিবেন না, বরং ছাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ ও অনুসরণের সার্থক নিদর্শন স্বরূপ তাদেরকে আক্বিদার অনুরূপ আক্বিদা পোষণ করিবেন। আর এই আক্বিদা বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইবেন যে, আমাদের প্রিয় নবী মোস্তফা সমস্ত খোদাঈর মালিক ও মোখতার এবং এই হেন সুমহান শান আল্লাহপাক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহপাক দাতা এবং রাছুলে পাক গ্রহীতা। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আল্লাহপাক দান করেন আর তাঁহার হাবীব রাছুলে পাক গ্রহণ করেন, কিন্তু দুষমনে রাছুল তাহা দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। তা'না-ইবা মরিবে কেন? এরাতো হাছেদ (হিংসুট) ও বখিল (কৃপণ)। প্রবাদ আছে যে-দানশীল দান করে, কৃপণ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এই বিষয়ের একটি উদাহরণ দিতেছি-

বিবিবোলি শাওহরকি কিঁউ হেয় বদন আলীল্
কিয়া গিরাছে খুল্পড়া ইয়া কিছিকু দিল॥

অর্থাৎ, এক বখিলের (কৃপণের) স্ত্রী তার স্বামীকে হয়রান পেরেশান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে স্বামী! তোমার কিছু খুলিয়া পড়িয়াছে কি? না

কাহাকেও কিছু দিয়া আসিয়াছ? এত হয়রান ও পেরেশান হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বখিল বলিল-

না গিরাছে খুল পড়া না গিরাছে দিল
দেতে দেখহা আউরকু তো হায় বদন আলীল॥

অর্থাৎ -বখিল বলিল-গিরা হইতে কিছু পড়িয়া যায় নাই, কাহাকে কিছু দিয়াও আসি নাই, শুধু আপরকে দান করিতে দেখিয়াছি। তাই, এত হয়রান পেরেশান হইলাম। পাঠক বৃন্দ! এই অবস্থাই হইল দুষমনে রাছুলদের। খোদা তায়ালা হুজুরে পাক আলাইহিচ্ছালামকে দান করেন এবং তাহা দেখিয়া দুষমনে রাছুল ওয়াহাবী মরদুদ্‌রা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। তাই বলিতেছি-

থাকিবে সদা প্রশংসায়ও প্রচারে তাঁহার
জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবে দুষমন আল্লাহ্‌র॥

প্রিয় পাঠক!

উপরে উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা ইহা ও প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বেহেশ্‌ত লাভ করিবার জন্য আমলের ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যেহেতু, হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত রাবিয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বলিলেন-যাও নামাজ পড়িতে থাক। বেহেশ্‌ত অবশ্যই লাভ হইবে, কিন্তু তবু তুমি এবাদতের মধ্যে কোশেশ (চেষ্টা) করিতে থাক। অধিকন্তু, নামাজ তো বেহেশ্‌তের কুঞ্জি বা চাবি। হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তদীয় প্রিয় ছাহাবীকে বেহেশ্‌ত দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার পরও নামাজের প্রতি আদেশ করিবার তাৎপর্য এই হইতেছে যে, নামাজ অতীবও গরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। এতদ্‌ব্যতীত বেহেশ্‌ত লাভের পর বেহেশ্‌তের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর নামাজ ইহারই কুঞ্জি স্বরূপ।

বেরাদরানে ইছলাম! বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ কাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেহেশ্‌তের দাবীদার বটে, কিন্তু নেক আমলের প্রতি বড়ই উদাসীনতা দেখা যায়। নামাজ রোজার প্রতি বড়ই অলসতা আসিয়া পড়িয়াছে। অনেকে শুধু নামের মুছলমান, একবার কলেমা পড়িয়া লইয়াছে আর ছুটি পাইয়াছে, নামাজ রোজা হজ জাকাতের ধার ধারে না, কিংবা কোন প্রকার নেক আমলের ও বালাই নাই তাদের নিকট। অনেকে বলিয়া

থাকে-কলেমা পড়িয়াছি এবং বেহেশ্‌তের ও মালিক হইয়াছি, নামাজ রোজার আবার দরকার কি? তওবা! তওবা!! আফছুছ! এই নিরেট মুর্খদের জন্যে, আল্লাহ, হেদায়াৎ করুন!

দেখুন, একব্যক্তি ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম যাইবার মনস্থ করিল। ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম মেইল এর টিকেট ক্রয় করিয়া সে কমলাপুর স্টেশনের কোন এক মনোরম ওয়েটিং রুমে (বিশ্রামাগারে) প্রবেশ করিল। অতঃপর সে যদি আপাততঃ ক্ষণকালীন বিশ্রামের নিমিত্ত স্থাপিত আসবাব পত্রে গা' এলাইয়া দিয়া অপরিমিত বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে থাকে, আরামে বিভোর হইয়া পড়ে তবে তাহার চট্টগ্রাম যাওয়া হইবে কি? গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে-কি হে, তোমার কি কোথায়ও যাইবার ইচ্ছা নাই? তদুত্তরে সে যদি বলে-কেন, এইত টিকেট, ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম, টিকেটের গায়ে লেখাও রহিয়াছে দেখুন না? তখন তাহার প্রতি লোকদের কী ধারণা হইবে? লোকেরা তাকে পাগল অথবা নিরেট মুর্খ সাব্যস্ত করিয়া বলিবে না কি যে, হে মিঞা। তোমার সঙ্গে টিকেট থাকিলেই তোমার চট্টগ্রাম যাওয়া হইবে না। তোমাকে প্লাট ফরমে উপস্থিত হইয়া গাড়ীতে আরোহন পূর্বক ৮/১০ ঘন্টা সময় কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তবেই চট্টগ্রাম পৌছিতে পারিবে। অন্যথায়, টিকেট সঙ্গে থাকিলে ও বসিয়া বসিয়া আরাম করিতে থাকিলে চট্টগ্রাম যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। তদ্রূপ, আমাদের নিকট লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র টিকেট অবশ্যই আছে, আর এই টিকেট সোজাসুজি বেহেশ্‌তেরই টিকেট। কিন্তু খুব মনে রাখিবেন। যেই পর্যন্ত প্লাটফরমে না পৌছিবেন, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করিয়া নামাজ রোজা ইত্যাদি এবং অন্যান্য শরীয়তের আহকাম ও আরকানের (ধর্মীয় বিধি বিধানের) গাড়ীতে আরোহণ না করিবেন, সেই পর্যন্ত টিকেট থাকা সত্বেও আপনি মন্‌জিলে মকছুদে পৌছিতে পারিবেন না। অতএব, বেহেশ্‌তের খায়েশ (বাসনা) থাকিলে শরীয়তের উপর আমল করিতেই হইবে। মন্‌জিলে মকছুদে পৌছিতে চাহিলে নেক আমল একান্তই অপরিহার্য, একান্তই বাঞ্ছনীয়।

হাউজে কাওছার

বেরাদরানে ইসলাম! ইতিপূর্বে 'কাওছারের' তরজমা ও তাফছীর শ্রবন করিয়াছেন। যথা-আল্লাহ্‌ পাক তাহার মাহবুব আলাইহিচ্ছালাতু

ওয়াছ্ছালামকে বহুত কিছু প্রদান করিয়াছেন। মুফাচ্ছেরীনে কেরাম 'কাওছার' শব্দের মুরাদ 'হাউজে কাওছার' ও গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'কাওছারের' মর্মে 'হাউজে কাওছার কে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু যখন কাওছারের তরজমা এই দাঁড়াইতেছে যে, 'বেশুমার খুবিয়া' 'খায়েরে কাছির' (অনন্ত অফুরন্ত কল্যান) এবং 'বহু কিছু' তখন 'হাউজে কাউছার' নিজ হইতেই অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আসিয়া যায়। কাজেই হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'কাওছারের' তাফছীর 'খায়েরে কাছির' করিলেন তখন হজরত ইবনে জবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন যে, লোকে তো বলে যে 'কাওছারের' মুরাদ 'হাউজে কাওছার'। তদুত্তরে হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন- **হুয়া মিনাল খাইরিল কাছিরে**-অর্থাৎ, তাহা (হাউজে কাওছারও) খায়েরে কাছিরের অর্ন্তভূক্ত (তাফছীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খণ্ড ৭০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ!

জানিয়া রাখুন! আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে খায়েরে কাছিরের অর্ন্তভূক্ত এই হাউজে কাউছার ও প্রদান করিয়াছেন। অতএব, তিনি হাউজে কাওছারের মালেক ও মোখতার (মালিক ও অধিকারী)। এক্ষণে, প্রশ্ন হইতেছে যে, হাউজে কাওছার কি জিনিষ? এই সম্পর্কে আমাদের আক্বা মাওলা ছাহেবে কাওছার আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম এরশাদ করিয়াছেন-উহা বেহেশ্‌তের একটি নহর বা প্রশ্রবন। উহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে-**মাউহু আব্‌ইয়াজু মিনাল লাবানে ওয়া রিহুহু আতইয়াবু মিনাল মিছকে ওয়া কানিযুহু মিনাচ্ছামায়ে মান ইয়াশরেবু মিন্‌হা ফালা ইয়াজমাউ আবাদান**-অর্থাৎ, উহার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মেশক হইতেও খুশবুদার (সুঘ্রাণযুক্ত) এবং উহার পিয়ালাসমূহ আকাশের নক্ষত্র তুল্য চমকদার, যে ব্যক্তি একবার ঐ পানি পালন করিবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না। আমাদের প্রিয় নবী যিনি শাফীয়ে মাহশার ও ছাক্বীয়ে কাওছার তিনি এইহেন হাউজে কাওছারের মালিক ও মোখতার, আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সুরায়ে কাওছারের মর্মে উহা প্রদত্ত হয়।

হাশরে হুজুরে পাকের তালাস

বেরাদরানে ইছলাম! অবগত হউন! আমাদের প্রিয় নবী শাফীউল উম্মত

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কিয়ামতের দিন তথাকথিত হাউজে কাওছার হইতে স্বীয় অনুগত উম্মতদিগকে অতীব সুমিস্ট পানি পান করাইবেন। আলা হজরত **বেরলভী আলাইহির রাহ্মাত** বলেন-ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিঠা মিঠা পিতে হাম হেঁ পিলাতে এহেঁ।

হাদীছ- হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম-ইয়া রাছুলাল্লাহ! হাশরের ময়দানে আপনাকে তালাস করিয়া কোথায় পাইব? হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন-আমাকে পুল্‌ছেরাতে অনুসন্ধান করিও।

হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন-ইয়া রাছুলাল্লাহ্! যদি পুলছেরাতে আপনাকে না পাই? হুজুরে পাক উত্তর দিলেন-তাহা হইলে মিযানের পার্শ্বে তালাস করিও। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পুনরায় আবেদন করিলেন-ইয়া রাছুলাল্লাহ! যদি মিযানের পার্শ্বে ও না পাই? অতঃপর হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন- **'ফাত্‌লুবনী ইন্দাল্ হাউজে'**-অর্থাৎ, **লা-উখতিউ হাজিহিচ্ছালাছাল মাওয়াতেন**-অর্থাৎ (তৎপর) আমাকে হাউজে কাওছারের ধারে অনুসন্ধান করিও; আমি এই তিন জায়গার কোন না কোন এক জায়গায় নিশ্চয়ই থাকিব। (মেশকাত শরীফ ৪৮৫ পৃঃ দ্রঃ) ছোবহানাল্লাহ্! ছোবহানাল্লাহ্!! লাখ লাখ দরুদ এবং কোটি কোটি ছালাম ঐ দয়ালু নবীর উপর যিনি নিজ গুণে গোনাহ্‌গার উম্মতের কাণ্ডারী হইয়া গোলামের খাতিরে পুলছেরাতে উপস্থিত থাকিবেন এবং নিজ গোলামদিগকে আপন রহমতের (অনাবিল করুনার দ্বারা) পুলছেরাত অতিক্রম (পার) করাইবেন। আর মিযানের ধারে অবস্থান করিয়া রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজ গোনাহগার গোলামদিগের হাল্কা পাল্লাকে আপন রহমতের দ্বারা ভারী করিয়া দিবেন। আর হাউজে কাওছারের পার্শ্বে অবস্থান পূর্বক পিপাসিত গোলামদের কাওছারের সুশীতল ও সুমিষ্ট পানি পান করাইয়া পিপাসা নিবারণ করিবেন এবং যাবতীয় শান্তি ও ক্লান্তি দূর করিবেন।

শায়ের বলে ঃ-

(১)

ইয়া হুঙ্গা মায় কাওছারপে পিলাতা হুয়া পানি
ইয়া হুঙ্গা তারাযুকে মায় নজদিক জরুরী

ইয়া পুলমে খাড়া হুঙ্গা হেফাজতকু তুমহারী
ঘির ঘিরনে লাগে কোই মায় উছফু বাচা লো॥

(২)

আগার হুক্‌মে জাহান্নামকা দেয়েগা এলাহী
আউর ভেজে পাকাড়নে কে লিয়ে উছনে ছিপাহী
উছ ওয়াক্‌ত মায় চিল্লাউঙ্গা আউর দোঙ্গা দোহাই
ঠেরো মায় যরা আপনে মোহাম্মদকু বুলা লো॥

(৩)

আয়েঙ্গে শাহ্‌ ওয়ালা মদদ করনে উছি দম
ফরমায়েঙ্গে আয়ে উম্মাতি না করতু কোইগম
মায় আয়াহু বন কর তেরা মুনাছ ও হামদম
আ মেরে গোনাহ্‌গার মায় কমলিমে ছুকালো॥

বন্ধুগণ! এই মুবারক কম্বলের মধ্যে যে আশ্রয় পাইয়াছে
ঐ দিন তাহার ভয় কিশের।

ডুঙ্গাহি করে ছদরে কিয়ামতকে ছিফাহী
ও কিছকু মিলে জুতেরে দামানমে ছুপাহু

দানের প্রতিদান

বেরাদরানে ইছলাম! অবগত হউন, ছুরায়ে কাওছারে আল্লাহ পাকের প্রথম ঘোষণা- ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছারের' পরবর্তী ঘোষণা হইল-ফাছাল্লি লে-রাব্বিকা ওয়ান্‌হার'। অর্থাৎ, হে প্রিয়তম! (কাওছার লাভ করিয়া ইহার শোকর আদায় স্বরূপ) আপনি আপনার প্রতিপালক প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় ঘোষণার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক প্রথম ঘোষণার দ্বারা তাঁহার অপার করুণায় অভিসিক্ত অনাবিল দানের ঘোষণা করিলেন এবং পরবর্তী ঘোষণার দ্বারা ইহার প্রতিদান গ্রহণের নির্দেশ নামা জারী করিলেন।

ইমাম ফখরউদ্দীন রাজি রাহমতুল্লাহ আলাইহে তাঁহার বিখ্যাত কিতাব তাফছীরে কবীর এর মধ্যে লিখিয়াছেন-হজরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহ আলাইহে এর মাজহাব এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও কিছু দান করে অর্থাৎ 'হেবা' করে, তবে দান করা জিনিষ পুনরায় ফেরৎ লইতে ইচ্ছা করিলে তাহা লইতে পারে, শরীয়তে জায়েজ আছে; যদি ও

তাহা পছন্দজনক নহে। কিন্তু গ্রহীতা যাহা গ্রহণ করিল উহার বিনিময়ে যদি দাতাকে কিছু প্রতিদানস্বরূপ দিয়া দেয়, হউক না তাহা একটি পয়সাও, তবু এই অবস্থায় দাতা তাঁহার দান ফেরৎ লইতে পারিবে না। কাজেই, পরম দানশীল আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে তাহার অনুপম দান 'কাউছার' প্রদান পূর্বক বর্ণিত সন্দেহ (ফেরৎ চাহিবার) দূর করিবার জন্য ঘোষণা করেন-**ফাছাল্লি লে-রাব্বিকা ওয়ানহার**-হে প্রিয়তম! আপনি উক্ত অকৃত্রিম অনাবিল দানের বিনিময়ে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন যেন উক্ত দানের পর আপনার পক্ষ হইতে এওয়াজ বা বিনিময় অর্থাৎ প্রতিদান প্রকাশ হইয়া যায় এবং এই অনুপম দান 'কাওছার' চিরকালের জন্য আপনার অধিকারে চলিয়া যায়। (তাফছীরে কবীর-৮ম খণ্ড, ৪৯৬ পৃঃদ্রঃ)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! জানিয়া রাখুন, **-ফাছাল্লি লে-রাব্বিকা-র মধ্যে 'লাম'** হরফ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মুফাচ্ছেরীনে কেরামগণ এই স্থানে 'এখলাছে আমালের তা'লীম দিয়াছেন যেন খোদা তালার আদেশে তাহারই উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করা হয়, 'রিয়া' বা প্রদর্শনেচ্ছা পোষণ না করিয়া এখলাছের সহিত এক মাত্র আল্লাহর জন্যেই নামাজ পাঠ করা হয়। মুমেন মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! মনে রাখিবেন, 'এখলাছে আমল'ই হইল আমলের প্রাণ। যদি এখলাছ না থাকিবে তবে জানিয়া রাখুন, নিশ্চয়ই সেই আমল বেকার। এই জন্যেই হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত-ইহার মর্মানুযায়ী যেই রকম নিয়ত হইবে সেই রকমই আছর (আকর্ষণ) হইবে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তদীয় কিতাব এহইয়াউল্‌উলমুদ্দিন লিখিয়াছেন-জনৈক আবেদ লোক দীর্ঘকাল যাবৎ আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। একদিন কতক লোক তাঁহার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, অমুক স্থানে এক দল লোক একটি বৃক্ষের পূঁজা করে। এতদ শ্রবণে উক্ত আবেদ ভীষণ রাগান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষটি কাটিবার নিমিত্ত কুঠার হস্তে রওয়ানা হইলেন। পথি মধ্যে শয়তান এক বৃদ্ধ মানুষের বেশ ধরিয়া আবেদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল- হে আবেদ! তুমি কোথায় যাত্রা করিয়াছ? আবেদ উত্তর করিলেন-শুনিতে পাইলাম, অমুক স্থানে লোকেরা একটি বৃক্ষের পূঁজা করিতেছে, ঐ বৃক্ষকে

কাটিবার জন্যে চলিলাম। বৃদ্ধ-বেশী শয়তান বলিল-তুমি একজন দরবেশ মানুষ, তোমার ঝগড়ায় পড়িবার কি দরকার? অনর্থক তোমার এবাদতের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করিবে কেন? বরং বাড়িতে ফিরিয়া যাও এবং আল্লাহ আল্লাহ করিতে থাকা, আবেদ বলিলেন- না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তুমি আমার রাস্তা ছাড়িয়ে দাও, আমার কাজ আমি করিবই। আমার জন্যে ইহাও এক প্রকার এবাদত। আবেদের কথায় বিরক্ত হইয়া শয়তান বলিল-আমি তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। তদুত্তরে আবেদ বলিলেন-আমিও দেখিব তুমি কিরূপে আমাকে বাঁধা দাও। এইরূপে উভয়ের মধ্যে কথা কাটা কাটি হইতে শুরু করিয়া ভয়ানক ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। ক্রমে ঝগড়া হাতা-হাতি ও দস্তা দস্তিতে পরিণত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবেদ শয়তানকে নীচে ফেলিয়া দিয়া তার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন শয়তান পরাজিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। আর বলিল-হে আবেদ! আমাকে ছাড়িয়া দাও, যদি আমাকে ছাড়িয়া দাও তোমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিব যে, তুমি নিশ্চয়ই খুশী হইয়া যাইবে। এতদশ্রবনে আবেদ লোকটি শয়তানের ধোকায় পড়িয়া ও প্রলুব্ধ হইয়া তাকে ছাড়িয়া দিল। আবেদের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া ছদ্মবেশী শয়তান বলিতে লাগিল-দেখ, তোমার ঐ বৃক্ষ কাটিবার কোন দরকার হয় না, মানুষে উহার পূঁজা করে, তা'করিতে দাও। যদি আল্লাহর জন্য ঐ বৃক্ষ কাটিবার দরকার হয় তবে তিনি কোন ও নবী পাঠাইয়া তাহা কাটিয়া ফেলিবেন। তুমি বরং চলিয়া যাও এবং আল্লাহ আল্লাহ লও তবে প্রত্যহ ভোর বেলায় তোমার বালিসের নীচে দুইটি করিয়া টাকা রাখিয়া দিব। তুমি গরীব মানুষ, এইরূপে তোমার অভাব দূর হইবে ও অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং বৃক্ষের চিন্তা ছাড়িয়া চলিয়া যাও। আবেদ লোক যখন দৈনিক ২ টাকা করিয়া পাইবে শুনিল তখন চিন্তা করিতে লাগিল যে, লোকটিতো ঠিকই বলিতেছে-আমিতো নবী না যে বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা আমার উপর ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে খোদাতায়ালাও কোন আদেশ করেন নাই যে, তাহা না কাটিলে আমি গোনহগার হইয়া যাইব। তাহা ছাড়া, বৃদ্ধার যুক্তিটিও মন্দ নহে। এইরূপ চিন্তার পর উক্ত আবেদ শয়তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল-আচ্ছা, আমি ফিরিয়া চলিলাম এখন তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করিও। অতঃপর আবেদ বৃক্ষ কাটিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন খুব ভোরে ঘুম

হইতে জাগ্রত হইল এবং ঐ বৃদ্ধের কথা মত বালিসের নীচে দুইটি টাকা পাইয়া বড়ই খুশী হইল। ইহার পর দ্বিতীয় দিন ও সেইরূপ দুইটি টাকা পাইল। কিন্তু তৃতীয় দিন যখন বালিসের নীচে ঘুম হইতে উঠিয়া কিছুই পাইল না তখন আবেদলোক উক্ত বৃদ্ধের উপর খুব রাগান্বিত হইলেন। পুনরায় স্থির করিলেন যে, তিনি আবার বৃক্ষটিতে যাইবেন যখন কুঠার লইয়া বাহির হইলেন তখন কিছু দূর যাইবা মাত্রই বৃদ্ধের বেশধারী শয়তানকে পাইল। আবার কুড়াল হাতে আবেদকে দেখিয়া সে বলিল-তুমি কি আবার বৃক্ষটি কাটিতে সংকল্প করিয়াছ? তদুত্তরে আবেদ বলিলেন-হ্যাঁ, অদ্য আমি ঐ বৃক্ষটি অবশ্যই কাটিব। শয়তান বলিল-আমিও অদ্য তোমাকে এক পা অগ্রসর হইতে দিব না। আবেদ বলিলেন-অদ্য তুমি আমাকে কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবেনা, আমি আমার সংকল্প রক্ষা করিব, বৃক্ষটি কাটিবই কাটিব। এইরূপে উভয়ের মধ্যে আবার ঝগড়া বাঁধিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শয়তান উক্ত আবেদকে নীচে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। তারপর বলিল-যদি বৃক্ষ কাটিবার নাম আর লইবে, তবে অদ্য তোমাকে জবেহ্ (হত্যা) করিয়া ফেলিব। আবেদ দেখিলেন বৃদ্ধকে পরাজিত করিবার মত শক্তি তাহার মধ্যে নাই, বরং নিজেই পরাজয় বরণ করিবার উপক্রম হইল। অতঃপর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিল- হে বৃদ্ধ! ঐ দিন তোমাকে আমি পরাজিত করিয়াছিলাম, আর অদ্য তুমিই জয়ী হইয়া গেলা, আমি পরাজিত হইলাম, আচ্ছা বলত ইহার কারণ কি? শয়তান উত্তর দিল-ঐদিন তুমি খালেছ অন্তঃকরণে আল্লাহর ওয়াস্তে বৃক্ষ কাটিতে যাইতে ছিলে, তোমার নিয়ত (উদ্দেশ্য) খালেছ বা বিশুদ্ধ ছিলে, কিন্তু অদ্য তুমি ২ টাকার জন্য রাগান্বিত হইয়াছ, তোমার নিয়ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে (কিতাব নুজাহাতুল মাজালিছ-১ম খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! অবগত হউন, উপরি বর্ণিত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালার মুখলেছ বান্দার উপর শয়তান তা কারসাজি খাটাইতে পারে না, তাহাকে কাবু করিতে পারে না। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ যাঁহাদের, শয়তান তাঁহাদিগকে কখনও পরাস্থ করিতে পারে না। এই কথা পূর্বেই শয়তান আল্লাহ পাকের সহিত অঙ্গীকার করিয়াছে-**ইল্লা ইবাদাকা মিন্‌হুমুল্ মোখলেছীন**-অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) তোমার মোখলেছ বান্দাগণের উপর আমি কাবু করিতে পারিবনা। মস্‌নবী শরীফে হজরত

মাওলানা রুমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু লিখেন-হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কোন এক যুদ্ধে এক কাফেরকে কাবু করিয়া ধরাশায়ী করেন, তৎপর তাহার উপর তরবারী চালাইবার উপক্রম করিলে উক্ত কাফের হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-র মুখের উপর থুথু ফেলিল। তৎক্ষণাৎ, হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাফেরকে হত্যা করা হইতে বিরত হইলেন এবং তাকে ছাড়িয়া দিয়া তরবারী নামাইয়া পশ্চাৎ দিকে কিছুটা সড়িয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া ঐ কাফেরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অতঃপর সাক্ষাৎ মরণ হইতে রক্ষা পাইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে শেরে খোদা! আপনি আমাকে কাবু (করায়ত্ত) করিয়াও ছাড়িয়া দিলেন কেন? হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ইরশাদ করিলেন-দেখ আমি, শেরেখোদা বটে, কিন্তু শেরে হক বা সত্যের বাঘ। আমি আল্লাহর গোলাম, নফছের বা প্রবৃত্তির গোলাম নই। তলোয়ার শুধু আল্লাহর রেজা মন্দির (সন্তুষ্টি বিধানের) জন্যেই ধরিয়াছি, নিজের বদলা (প্রতিশোধ) লইবার জন্যে নহে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলাম এবং আল্লাহরই জন্যে তোমাকে হত্যা করিতাম। কিন্তু যখন তুমি থুথু মারিয়াছ তখন আমার রাগ আসিয়া পড়িয়াছে। আমি ভাবিলাম যে, এখন আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধের মধ্যে আমার নিজের রাগ শামিল হইয়াছে, এখলাছ বা বিশুদ্ধ চিত্ত আর রহিল না। হ্যাঁ, এই ভয়েই তোমাকে করায়ত্ত পাইয়াও হত্যা করা হইতে বিরত হইলাম, যেন, আমার এই কার্য এখলাছ বিহীন বলিয়া পরিগণিত না হয়। এই হেন উক্তি শ্রবণ করিয়া কাফের বিস্মিত হইয়া গেল। নূরে ঈমানের রোশনী ধারা হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর উক্তির মাধ্যমে পরিব্যাক্ত হইল এবং তাহা কাফেরের দিলকেও চমকাইয়া দিল। অতপর ভক্তি বিগলিত চিত্তে উক্ত কাফের হজরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-র পদতলে লুটিয়া পড়িল এবং মুসলমান হইয়া গেল। ছোবহানাল্লাহ্! কী মহান চিত্ত ও বেনজির মহামানব তিনি ছিলেন যাঁহার প্রত্যেক কার্য একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই সংঘটিত হইত। রিয়া কিংবা খাহেশাতে নফছানীর লেশমাত্রও ছিল না। ভ্রাতৃগণ! এবং রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ও খাহেশাতে নফছানী (প্রবৃত্তির প্ররোচনা) যেন আমাদের স্পর্শও না করিতে পারে।

বেরাদরানে ইসলাম। ছুরায়ে কাওছারের সর্বশেষ ঘোষণা এই যে, বেঈমান

ও কাফেরের হিংসা ও বিদ্বেষ মূলক অপবাদের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার প্রিয়তম হাবীবকে প্রবোদ দিয়া বলিয়াছেন-নিশ্চয়ই, হে প্রিয়তম হাবীব! আপনাকে যে 'আবতার' বলে সেই দুষমন নিজেই আবতার। এই কাফের ও বেঈমানের নাম নিশানা, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, আপনার নাম ও নিশানা, অনুপম কীর্ত্তি ও মহান স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। এই নশ্বর দুনিয়া হইতে আপনার তিরোধান হইলেও আপনার এই পূণ্য স্মৃতি চির অমর হইয়া থাকিবে। সদাসর্বদা আপনার মহান শানের চর্চা ও তাজকেরা হইতে থাকিবে এবং আপনার অনুপম মহিমার প্রচার কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। বর্তমানে হজরত মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রায় পৌনে একশত কোটি সন্তান সমগ্র দুনিয়ায় বিদ্যমান। "দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আজ কোটি কোটি কণ্ঠ দরূদ ও ছালামের মোহন গুঞ্জণে মুখরিত। দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ মসজিদের গগণস্পর্শী মিনার হইতে দিবারাত্রি পাঁচবার **"মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ"**-র জয়-জয়কার ঘোষিত হইয়া আল্লাহর এই ভবিষ্যৎ বানীর সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।"

মিট্‌গায়ে মিট্‌তে হেঁ মিট্ যায়েঙ্গে আদাতেরা
না মিটা হেঁ না মিটেগা ক'ভি চের্‌চা তেরা॥

হে প্রিয় আশেকানে মোস্তফা! আমাদের আক্বা ও মাওলা ছাক্কীয়ে কাওছার ও শাফীয়ে মাহশার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রতি অনাবিল মুহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ দরূদ শরীফপাঠ করুন।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ॥
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ ॥
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া ছাহেবাল্ কাওছার॥
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল্ মুজনেবীন॥
ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল্ হাম্‌দুলিয়াহে রাব্বিল্ আলামিন॥

১লা রবিউল্ আউয়াল,
১৩৯৪ হিঃ

বিনীত-
মাওঃ আকবর আলী রেজভী
নেত্রকোনা।

রেজভীয়া দরবার কর্তৃক
প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১। তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া-১ম খন্ড
২। তাফছীরে সুরায়ে কাউসার
৩। তাফছীরে সুরায়ে ফাতিহা
৪। মো' জেজায়ে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম
৫। আদিল্লাতুল ওরশ
৬। ইসলামি আকায়েদ ও দেওবন্দী আকায়েদ
৭। নেত্রকোনা জেলার বাহাছের রায়ের দ্বিতীয় প্রতিবাদ
৮। কালিমায়ে তৌহিদের তাফছীর ও রহস্য

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। রেজভীয়া এতিমখানা
সতরশীর, নেত্রকোনা।
২। মোহাম্মদ বদরুল আমিন রেজভী
আল ঈমান প্রিন্টিং প্রেস
মোক্তার পাড়া, নেত্রকোনা
৩। আবু সাঈদ ভূঁইয়া
হোটেল সাইদিয়া
১৮৯ ফকিরাপুল, ঢাকা।
৪। মোহাম্মদ আনছার আলী রেজভী
১০২ জয়নগর, নেত্রকোনা
৫। মাওঃ রুহুল আমিন রেজভী
সম্পাদক
আল্লামা রেজভী ও রাজিয়া বারিক স্মৃতি পাঠাগার
খিরাসার মোহনপুর দাখিল মাদ্রাসা, চান্দিনা, কুমিল্লা।
৬। কানু মিঞা
নিশান মাইক কোম্পানী
চান্দিনা বাজার, কুমিল্লা।